ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 December 2021 ■ আগরতলা ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৩ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কাল রাজ্য আসছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি সরকার গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ত্রিপুরা সর্বদা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিতে পরিপূর্ণ ছিল যেগুলি অন্বেষণ এবং জাতীয় অঙ্গনে হাইলাইট করা হয়নি।

কিন্তু, নতুন সরকার গঠনের পর থেকে, পর্যটন ও সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মানসিকতা গত তিন বছরে পরিবর্তিত হয়েছে যা রাজ্যে আসা পর্যটকদের সংখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অনেক নেতা এবং ভিভিআইপি গত তিন বছরে তাদের রাজ্য সফরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন।এর পরিপ্রেক্ষিতে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে দুদিনের সফরে রাজ্যে আসার কথা রয়েছে, আজ এখানে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

চৌহান তার স্ত্রী সাধনা সিংহের সাথে ৩০ ডিসেম্বর রাজ্যে আসবেন এবং ত্রিপুরার গোমতি জেলার উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পরিদর্শন করবেন। আগরতলা থেকে প্রায় ১১৫ কিলোমিটার দূরে অমরপুর মহকুমায় অবস্থিত নারিকেল কুঞ্জেও তার যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, সিএম চৌহানের দুই দিনের জন্য রাজ্য সফরের আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে নিরাপত্তা কর্মীদের একটি দল আগামীকাল রাজ্যে আসবে।

চৌহান রাজ্য সফরের সময় ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতি সামাল দিতে চরম ব্যর্থ বন দপ্তর, দিশেহারা গ্রামের মানুষ

আবার তেলিয়ামুড়ার গ্রামগুলিতে ব্যাপক তান্ডব সরকারের ব্যর্থতায় হাতি নিধনের হুমিক সর্বহারাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বন্য হাতি তাড়ানোর জন্য দুটি হাতি আনা হলেও এখন পর্যন্ত কোন সক্রিয় ভূমিকা না থাকায় জনমনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জনগণের অভিমত হাতি তাড়াও নতুবা আমাদের তাড়াও! লাগাতর হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের এমনতেই অভিমত ব্যক্ত করলেন।হাতির তান্ডব এর ফলে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে এবং দিনের পর দিন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে টিমটিম করে বেঁচে রয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অধীন বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায়।

সংবাদে জানা যায়, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে যেমন খোয়াতে হয়েছে প্রাণ তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শত শত পরিবার। ঘটনা সোমবার সন্ধ্যা রাত থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত। কথায় আছে বন্যরা বনে আর শিশুরা মাতৃকোলে। বন্য হাতি গভীর জঙ্গল থেকে প্রতিনিয়তই লোকালয়ে চলে আসাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে সাধারণ গ্রামবাসী।

সোমবার সন্ধ্যা রাত থেকেই একদল বন্য দাঁতাল হাতি তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অধীন কৃষ্ণপুর এলাকার একাধিক বাড়ি ঘরে ঢুকে উন্মুক্ত তাণ্ডব চালায়।

কৃষ্ণপুর এলাকার এক ব্যক্তি সাফ জানিয়ে দেয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে বন্য দাতাল হাতিগুলিকে মেরে ফেলবে এলাকায় প্রবেশ করলে, যদি বনদপ্তর কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বন্য দাঁতাল হাতি রাতের অন্ধকারে উন্মুক্ত তাণ্ডব চালায়। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ জন সর্বদা প্রাণের ভয়ে দিন গুজরান করছে। তাছাড়া প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীনও হতে হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ জনদের।

সোমবারও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি সোমবার গভীর রাতে জনবসতিতে প্রবেশ করে একাধিক বাড়িঘরে উন্মুক্ত তাণ্ডব চালিয়ে বাড়ির বসত ঘরগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। হাতি তাড়ানোর কাজে নিয়োজিত এডিএস ভলেন্টিয়ার সম্পূর্ণ ব্যর্থ বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব রুখার ক্ষেত্রে। সোমবার রাতে কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা নিতাই বিশ্বাসের বাড়িতে প্রবেশ করে উন্মুক্ত তাণ্ডব চালায় এবং একাধিক বসত ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। নিতাইবাবু ক্ষুব্দ হয়ে সাফ জানিয়ে দেয় বনদপ্তর যদি কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে, তাহলে সাধারন জনগণের হাতে হাতির সমস্যা নিরসনের দায়িত্বটা দিয়ে দিক। উনি আরো জানায় প্রয়োজন পড়লে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে বন্য দাতাল হাতিগুলিকে মেরে ফেলবে এলাকায় প্রবেশ করলে। এদিনই উত্তর কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, অফিস টিলা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় উন্মুক্ত তান্ডব চালিয়েছে হাতি।

কিন্তু সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহল জুড়ে এখন একটাই প্রশ্ন উড়ছে সাধারণ জনগণের এরকম কথা বলার পেছনে আসল কারণ কি, নাকি বনদপ্তর এর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে সাধারণ জনগণের ক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ।

রাজ্যে ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫-১৮ বছর বয়সীদের কোভিড টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোভিড টিকাকরণ আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২২ থেকে শুরু হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

তিনি রাজ্যের কোভিড সংক্রান্ত তথ্য জানাতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে মোট ৪৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৮১৭ টি টিকাকরণ করা হয়। রাজ্যে বর্তমানে কোভিড ভ্যাকসিন মজত রয়েছে ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৯০টি। তিনি আজ অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

অধীন সাইবার ফরেনসিক বিভাগের জন্য দুইজন জনিয়র ফরেনসিক ডিজিটাল অ্যানালাইষ্ট (গ্রপ-বি; গেজেটেড) পদ সৃস্টি করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের ১১টি অফিস সুপারিনটেনডেন্টের শূন্যপদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ১১টি শূন্যপদ প্রমোশনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে বলে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ দমকলের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। বিষয়টি নিয়ে দমকল বাহিনীর জোয়ান এবং বিদ্যুৎ নিয়মের কর্মীদের মধ্যে রীতিমতো বাকবিতণ্ডা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন ট্রান্সফরমারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে দমকল বাহিনী এবং বিদ্যুৎ নিগমকে জানান। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন এএআই চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই)-র চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার আজ মঙ্গলবার আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন সংক্রান্ত প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের বহুল আলোচিত নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন আগামী ৪ জানুয়ারি। বর্তমান বিমানবন্দরের দক্ষিণ প্রান্তে ০.০৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৪৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে টার্মিনাল ভবনটি।

মঙ্গলবার দুপুরে এমবিবি বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিং পরিদর্শনের সময় এএআই চেয়ারম্যানের সাথে এমবিবি বিমানবন্দরের পরিচালক রাজীব কাপুর, বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের প্রকল্প ইনচার্জ অতুল আগরওয়ালা এবং পরিবহণ বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রীরাম তরণীকান্তি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন।

এএআই চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার বলেন, গুয়াহাটি বিমনবন্দরের টার্মিনালটি পর্যাপ্ত জায়গায় নির্মিত হওয়ার পর এই বিমানবন্দরটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। এই টার্মিনালটি শীঘ্রই খোলা হবে এবং ভালো সংযোগ প্রদান করবে।

উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে উল্লেখ করে কুমার বলেন, 'এটি একটি আধুনিক বিমানবন্দর যা এস্কেলারেটর, অভ্যন্তরীণ ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা চেক-ইন, বাণিজ্যিক এলাকা ইত্যাদি থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসিতে চোরের দৌরাত্ম্য রোগীর টাকা ও মোবাইল চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। রোগীর নাম সমীর দেববর্মা বাড়ি বিশালগড়। প্রচন্ড পেটে ব্যথা নিয়ে তিনি হাপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। নগদ ১০ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন বালিশের নিচে রেখে তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহড়া

মঙ্গলবার আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে দূর্যোগ মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

জয়নগরে এক ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ জয়নগরে হাওড়া নদীর তীরে একটি গাছ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন রাস্তার পাশের জঙ্গলে মৃতদেহটি গাছের মধ্যে ঝুলতে দেখে বটতলা আউটপোস্টের পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে বটতলা আউটপোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ।এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সে কিছুদিন ওই এলাকায় মাছ ফেরি করে বিক্রি করেছে।তবে তার নাম ঠিকানা কিছুই জানেন না এলাকার মানুষজন।

মঙ্গলবার সাতসকালে হাওড়া নদীর তীর থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে সাব্রুমগামী রেলের ইঞ্জিন বিকল, যাত্রী দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ ডিসেম্বর।। মাঝরাস্তায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে বিশ্রামগঞ্জ ষ্টেশনে। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটায় পেটভরা যাত্রী নিয়ে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ০৭৬৯০ নম্বর আপ ট্রেনটি। যাত্রার শুরু থেকেই ডিগডিগ করে চলতে থাকায় যাত্রীরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশেষে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় কোনমতে বিশ্রামগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। অনেকক্ষণ পর রেলওয়ে তরফে ঘোষণা দেওয়া হয় হতাশার ঘোষণা।

একেকবার একেক রকম ঘোষণা দেয় রেলওয়ে। কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে কখনো ধর্মনগর, কখনো তেলিয়ামুড়া আবার কখনও জিরানিয়া থেকে ইঞ্জিন আসার কথা বলা হচ্ছে। একদিকে যাত্রীদের সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ক্লান্তি অন্যদিকে শীতে দুর্দশা চরমে উঠে তাদের। তার উপরে ট্রেনের জলবিহীন টয়লেট, দুর্গন্ধ। এককথায় নাভিশ্বাস উঠেছে তাদের।

যাত্রীরা বাধ্য হয়ে জল কিনে শৌচকর্ম সারছেন। তাদের ক্ষোভ প্রায় সময়ই এই রুটে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে।এটা স্বাভবিক ভাবে হতেই পারে।অথচ আগরতলা ষ্টেশনেও একটি বিকল্প ইঞ্জিন থাকে না। রাত সোয়া সাতটা অব্দি ইঞ্জিন আসেনি। রেলওয়ের এই বদান্যতায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে সংশ্লিস্ট সমস্যা নিরসনের দাবী জানান।

মেলাঘরে কুখ্যাত বাইক চোর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। মেলাঘর থানা এলাকার তেলকাজলা থেকে বাইক চোরকে আটক করেছে পুলিশ। আটক বাইক চোর এর নাম আলী হোসেন। তার বাড়ি ইন্দিরানগর ৭ নং ওয়ার্ডে। জানা যায়, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যাত্রাপুর থানা এবং বিশালগড় থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

সে একজন কুখ্যাত চোর বলে পুলিশ জানিয়েছে।তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল।পুলিশ তাকে আটক করার জন্য প্রচেষ্টা জারি রাখে।শেষ পর্যন্ত তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ তাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশকে পিষে মারার চেষ্টা গাড়ির কাচ ভাঙ্গার বাহানায় সড়ক অবরোধ কলমচৌরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বক্সনগর লাড়ুবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় কলমচৌড়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় প্রত্যেকদিনের ন্যায় ভ্যাহিকেলস চেকিং এ বসে। বসার ঘন্টাখানেক পরে নাম্বার বিহীন একটি সাদা ট্যুরস গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে বক্সনগর দিক থেকে বিশালগড় এর দিকে যাচ্ছিলেন।

তখন নাম্বার বিহীন দ্রুতগামী গাড়ি দেখে থানার পুলিশ গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়িটি দ্রুতবেগে পুলিশকে পিষে মারার চেষ্টা করে।ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় গাড়ীটি।একটু সামনে গিয়ে গাড়িটি দেখতে পায় পেছনের গ্লাস ভাঙ্গা। তখন গাড়ির মালিক সংগ্রাম মিয়া তড়িঘড়ি আবার পুলিশের কাছে ছুটে আসে। পুলিশকে এসে বলে গাড়িটি তারা নাকি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

এই ঘটনার জেরে সংগ্রাম মিয়া তার এলাকার লোকজন দের নিয়ে বিশালগড় বক্সনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে। তবে দুপক্ষের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রয়েছে। গাড়ীর মালিক সংগ্রাম মিয়ার অভিযোগ পুলিশ গাড়ী টি বিনা অপরাধে ভেঙ্গে দিয়েছে। অপরদিকে, পুলিশ জানায়, গাড়ীটি থামানোর সিগন্যাল দিলে গাড়ীটি থামায়নি। অথচ পুলিশ কে পিষে মারার চেষ্টা করছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ও গাড়ীটির মালিক এবং এলাকার প্রধান বসে ঘটনা টির মীমাংসা করে রাস্তা অবরোধ তুলেন।

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বিপর্যয় মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সদর জেলা প্রশাসন এবং রাজস্ব দপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে রাজবাড়িতে মঙ্গলবার বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত বিষয়ে মগডিল অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ত্রিপুরা ভূমিকম্পন জোনে অবস্থিত যেকোনো সময় ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটতে পারে।

সেজন্যই আগাম প্রস্তুতি স্বরূপ রাজবাড়ীতে মঙ্গলবার বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত মগডিল অনুষ্ঠিত হয়। মুখ দিলে অংশ নেয় এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ফায়ার সার্ভিস,স্বাস্থ্য দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তর। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বলেন, ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাহন বদলালেন প্রধানমন্ত্রী, একে-৪৭ এর গুলি, ভয়াবহ বিস্ফোরণেও লাগবে না আঁচড়

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। রেঞ্জ রোভার ভগ ও টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার। গত ২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছে এই দু'টি গাড়িকে। কিন্তু এবার বাহন বদলালেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর জন্য নতুন গাড়ি এল। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী মার্সিডিজ-মেবাক এস৬৫০ গাড়িতে চড়বেন। সম্প্রতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে হায়দরাবাদ হাউজে এই গাড়ি করে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। হিমাচলেও মোদীকে তাঁর নতুন গাড়িতে দেখা যায়।

মার্সিডিজ-মেবাক এস৬৫০ গার্ড গাড়িটি ভিআর-১০ স্তরের সুরক্ষা সহ লেটেস্ট ফেসলিফেড মডেল। 'প্রোডাকশন গাড়ি'গুলির মধ্যে এই নিরাপত্তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের। রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্সিডিজ-মেবাক গত বছর

ভারতে এস৬০০ গার্ড লঞ্চ করে। এর দাম ১০.৫ কোটি ছিল। এবং এস৬৫০ মডেলটির দাম ১২ কোটিরও বেশি হতে পারে। মোদীর নতুন লিমুজিন গাড়িটি চকচকে কালো রঙের। গাড়ির কাচও কালো। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদীকে বুলেটপ্রুফ মহিন্দ্রা স্কর্পিওতে চড়তে দেখা যেত। এরপর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদীকে ২০১৪ সালে বিএমডাব্লুতে চড়তে দেখা যায়। এরপর রেঞ্জ রোভার, টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারে চড়তে দেখা যায় মোদীকে। আর এবার মার্সিডিজ-মেবাক এস৬৫০ গার্ডে চড়বেন মোদী।

মার্সিডিজ-মেবাক এস৬৫০ গার্ড গাড়িটি বুলেটপ্রুফ হওয়ার পাশাপাশি ব্লাস্টপ্রুফ। দুই কিলোমিটার দূরত্ব থেকে ১৫ কেজির বিস্ফোরণেও এই গাড়িটি উড়ে যাবে না। সেই ক্ষেত্রে গাড়ির বনেট উঠে যাবে। আবার মাইন বিস্ফোরণের জন্য গাড়ির নিচে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। গাড়ির চারটি চাকার টায়ারই 'ফ্ল্যাট', অর্থাত টায়ার পাংচার করেও দুর্ঘটনার কবলে ফেলা যাবে না গাড়িটিকে। এই গাড়ির ইঞ্জিন ৬.০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে আগ্নিকান্ড, পুড়ল বসত ঘর, প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বক্সনগর/বিলোনীয়া, ২৮ ডিসেম্বর।। বামুটিয়া কাচারি টিলায় খড়ের স্তুপে আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে দমকল কর্মী।অগ্নিদগ্ধ দমকল কর্মীর নাম উত্তম নাথ। অগ্নিদগ্ধ দমকলকর্মী কে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় বামুটিয়া প্রাথমিক হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে নিউ ক্যাপিট্যাল কমপ্লেক্স ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্থানীয় সূত্র থেকে জানানো হয় বামুটিয়া এলাকার একটি খড়ের স্তুপে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।আগুন নেভাতে গিয়ে এক দমকলকর্মী অগ্নিদগ্ধ হন। অগ্নিদগ্ধ দমকল কর্মীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন স্থানীয় মানুষজন। তারা জানান দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগানো বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের হাত থেকে এলাকাটি রক্ষা পেয়েছে।

এদিকে, রহিম পুর পঞ্চায়েতের দুই নং ওর্য়ার্ডের গৌরাঙ্গ গলা এলাকার বাসিন্দা মিজান মিয়া র বসত ঘর টি বিদ্ধংসী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় আজ দুপুর দুই ঘটিকার সময় রান্নাঘরেই গ্যাস সিলি ন্ডার ফেটে আগুন লেগেছে।

অন্যান্য দিনের ন্যায় খাবার তৈরির সময়ই অঘটন টি সংঘটিত হয়েছে। গ্যাস সিলি ন্ডার ফাঁটার বিকট আওয়াজ শুনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৮৪ ▫ ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৩ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দলবদলের খেলা

গত কয়েক বছরে দলবদলে খেল দেখাইল বাংলা।তাহাতে হরিয়ানা-কর্ণাটকের সাম্প্রতিক ঘোড়ারা অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিবে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ? সেখানেও ঘোড়া কেনাবেচা আর গণহারে হইতেছে না। ইদানীং বিজেপির কল্যাণে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, গোয়া, অরুণাচলে যেমন দেখা যাইতেছে ঘোড়া কেনাবেচা। আগে করত কংগ্রেস। ঘোড়ারা কথা বলিলে আপত্তি জানাইত।বলা হইত কেন এই জন্তুদের সঙ্গে জড়ানো হয়? রাজ্যসভা-বিধানসভায় এমন কয়েকজনকে আনিয়াছেন, যাঁহাদের অনেকে অকৃতজ্ঞ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছের অভিনেত্রী চলিয়া গিয়াছেন বিজেপিতে। মহাগুরু মিঠুন নকশালবাদ দিয়া শুরু করিয়া সিপিএম, তণমূল, বিজেপি ঘুরিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন, আদর্শবাদের মাথায় মারিয়া ডান্ডা, করিয়া দিই ঠান্ডা। এবার খেলায় ভক্ত বাবুল আসিয়া রাজনীতি ও খেলা এক করিয়া দিলেন।চিরদিন জানিয়া আসিয়াছি, ফুটবল মাঠের দলবদলের সঙ্গে রাজনীতির মাঠের দলবদল আরও রাজনীতি তেলের ফারাক বিশাল। আদর্শই সব। খেলায় তাহা নয়। বাবুলের সৌজন্যে জানা গেল, নেতারা মোহনবাগানে চান্স না পাইলে ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে যাইবেন। ছোট ক্লাবে কেন যাইবেন? উত্তরপাড়ার বঙ্গতনয়ের যুক্তি শুনিলে মনে হইবে, বৃথা বছরের পর বছর মানুষকে নিয়া ভাবিয়াছেন। যন্ত্রণার হইলেও , এখন বাংলায় এমন রাজনীতিবিদদেরই রমরমা। হয় দিলীপ ঘোষের মতো উলটোপালটা বলিবেন, না হয় অনুব্রত মণ্ডলের মতো। এ সবেরই বাজার। প্রশ্ন করার লোক নাই। বাংলা সিনেমার দিকে তাকান। দেখিবেন, সিনেমা নাই, অথচ কত নায়িকা প্রচার নিয়া চলিয়া যাইতেছেন অকারণ।

আমরা আদর্শ নিয়া ভাবি না। আমরা প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটি না। এই যে আমরা মাঝে মাঝে গলা কাঁপাইয়া বলি, আমরা বাঙালিরা সবার মতো নয়, একটু আলাদা, তাহা আলাদাটা কীসের ?

রাজনীতি এখন একটা খেলা হইয়া গিয়াছে, খেলা হইয়া গিয়াছে রাজনীতি। চারদিকে, রাজনীতিটা এখন সত্যিই খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজনীতিতে আদর্শ সিরিয়া না আসিলে রাজনীতির মর্মার্থ হারাইয়া যাইবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেও রাজনীতির খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে। একদলের বিধায়ক দলত্যাগ না করিয়া অন্য দলে শামিল হয়েছেন। দল হইতে বহিষ্কার করা না হইলেও দলের বিরুদ্ধে কটুক্তি করিতে বিন্দুমাত্র ভুল করিতেছেন না। আবার অনেকে দলের থাকিয়া অবাধ স্বাধীনতা আর সুযোগ লইয়া দলীয় নেতাদের সমালোচনায় মুখর হইতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হইলো এত সব কান্ড-কারখানা ঘটিতে শুরু করলেও তাদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী আইনে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে না। সেই রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে পুরোদমে কাজে লাগাইয়া অগ্রসর হইতে চাইতেছে এখন নেতা বিধায়করা। নেতাদের এই ধরনের কার্যকলাপে প্রশ্রয় পাইতেছেন সাধারণ কর্মী সমর্থকরা। আবার অনেক নেতা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করিতে না পারিবার দৌলত দল ত্যাগ করিয়া নতুন দলে শামিল হইতেছেন। এই সব নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়া প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। রাজনীতিতে এ ধরনের ভ্রষ্টাচার বন্ধ করা সম্ভব না হইলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলের নেতা বিধায়করা শিবির পরিবর্তন করিয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা জানি রাখিবেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিষ্ঠা দিবসে বিপত্তি, সোনিয়া গান্ধী উত্তোলনের আগেই খুলে পড়ল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুরুর আগেই ঘটল বিপত্তি। কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর হাতে দলীয় পতাকা উত্তোলনের সময় তেরঙ্গা খুলে পড়ল। আর মুহূর্তেই এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আজ, মঙ্গলবার নয়াদিল্লির কংগ্রেসের হেডকোয়ার্টারে দলের ১৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করা হয়। সেখানেই পতাকা উত্তোলন করতে আসেন সোনিয়া গান্ধী। হাজির ছিলেন দলের কোষাধক্ষ্য পবন বনসাল এবং সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপালও। অনুষ্ঠানে যোগ দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। কিন্তু পতাকা উত্তোলনের সময়ই ঘটে বিপত্তি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, দড়িতে দু'বার সজোরে টান দিয়েও পতাকা উত্তোলন করতে পারলেন না সোনিয়া। উলটে সেই টানেই পতাকা পড়ে গেল। পতাকা উত্তোলনের পর হয় বাকি অনুষ্ঠান।

নয়া স্থায়ী ডিজি পেল রাজ্য, দায়িত্বে এলেন মনোজ মালব্য

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি হলেন মনোজ মালব্য। আগামী দু'বছরের জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজি-র দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। এত দিন অস্থায়ী ডিজি-র দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।কেন্দ্রীয় অনুমোদনের পরই এবার স্থায়ী ভাবে ওই পদে অভিষিক্ত হলেন তিনি। মঙ্গলবার নবান্নের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্থায়ী ডিজি হিসেবে মনোজের নিযুক্ত হওয়ার খবর ঘোষণা করা হয়। আগামী দু'বছরের জন্য রাজ্যের স্থায়ী ডিজি-র দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। এর আগে রাজ্যের স্থায়ী ডিজিপি ছিলেন বীরেন্দ্র।গত অগাস্ট মাসে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়। এর পর গত ৩১ অগাস্ট কার্যনির্বাহী ডিজি হিসেবে, অস্থায়ী ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মনোজ। ১৯৮৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার মনোজ। বীরেন্দ্রর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্থায়ী ভাবে ওই পদে নিয়োগ করা হয়নি। সম্প্রতি মনোজ, বিবেক সহায়, সুমন বালা সাহু, অধীর শর্মা, গঙ্গেশ্বর সিংহ, নীরজনয়ন পান্ডেএই ছ'জনের নামের একটি তালিকা নবান্নের তরফে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়।রাজ্যের পাঠানো ওই নামের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখেই মনোজের নিযুক্তিতে সায় দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাতেই স্থায়ী ভাবে রাজ্যের ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তিনি।অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা-র প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যর প্রপৌত্র মনোজ। তাঁর বাবা গিরিধর মালব্য এলাহাবাদ হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। ২০১৪ সালে বারাণসী থেকে নরেন্দ্র মোদী যখন মনোনয়নপত্র জমা দেন, সেই সময় তাঁর নামের প্রস্তাবক ছিলেন গিরিধর মালব্য।

প্রাথমিক চাহিদা কিছুটা যদি পূরণ হয় : শ্রীলেখা

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : "কিছু পাওয়া, কিছু না-পাওয়া মিলে বিদায় নিচ্ছে ২০২১।" মন্তব্য অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি জানালেন, "২০২১-এ বড় প্রাপ্তি ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে ভারতের একমাত্র ছবি হিসাবে আমার ছবি দেখানো হল। ২০ বছর বাদে এই বিভাগে বাংলা ছবি স্বীকৃতি পেল। এ কারণে ঘুরে এলাম ভেনিস থেকে। আর সবচেয়ে বিষাদের কারণ, আমার পিতৃবিয়োগ।" নতুন বছরে প্রত্যাশা? শ্রীলেখার জবাব, "না সেরকম কিছু নেই। রাজ্য-দেশ উভয় স্তরেই কথাটা প্রযোজ্য। মেলা-উৎসব হবে। কিন্তু লোকে ভাল নেই। ধুঁকে ধুঁকে মড়ছে। বাইরে গেলে বোঝা যায় আমরা কীরকম আছি। এর মধ্যেও আশা, প্রাথমিক চাহিদা কিছুটা যদি পূরণ হয়!"

স্কুলের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন বিধায়িকা

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ন মেমোরিয়াল হাই স্কুলের পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে ওই স্কুল পরিদর্শন করলেন তুফানগঞ্জের বিধায়িকা মালতি রাভা রায়।এদিন প্রধান শিক্ষকের পাশাপাশি অন্যান্য মঙ্গলবার এই স্কুলে পরিদর্শনে গিয়ে ওই পরিকাঠামো গত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে দেখা যায় বিধায়িকাকে। এ বিষয়ে বিধায়িকা বলেন, "আমার বিধানসভা এলাকার মধ্যেই নৃপেন্দ্র নারায়ন মেমোরিয়াল হাই স্কুল রয়েছে।

প্রাণী পতঙ্গ সংক্রমণ মহামারী ঃ ১৯১৮-২০২০

জনরঞ্জন গোস্বামী

একথা সকলেরই জানা যে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস নানা মারণরোগের কারণ। সাম্প্রতিককালে সারা দুনিয়া জুড়ে নতুন করোনা-ভাইরাস SARCOV২ টং কোভিড-১৯ নামে পরিচিত)-এর সংক্রমণ মৃত্যুমিছিল সৃষ্টি করে চূড়ান্ত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আমাদের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সবকিছুই যেন এক নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে।

তবে মহামারী বা অতিমারী পৃথিবীর নানা প্রান্তে কখনো বা পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে। কিন্তু তার ইতিহাস্ সবটা লেখা হয়নি। আমাদের দেশে তো ইতিহাস লেখার এঁতিহ্যই ছিল না। তাই ভারতের প্রাচীন যুগের মহামারীর ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না।

পশুদের কাছ থেকে মানুষের শরীরে যেসব রোগ সঞ্চরিত হয় তাদের বলা হয় Zoonoees। মানব শরীরে গোটা চল্লিশেক রোগের আক্রমণ ঘটে এইসব পশুপাখির স্পর্শে আর গোটা পঞ্চাশ রোগ আসে পশুপাশি কীটপতঙ্গের কামড়ে।

এই নিবন্ধের আলোচ্য গত একশো বছরে যে কয়টি মারণরোগ মহামারি আকারে দেখা গেছে, সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা। তবে তার আগে প্রাচীন ও আগেকার বিশ্বের কয়েকটি মহামারি ও অতিমারির কথা উল্লেখ করব, যেগুলোর সঙ্গে লড়াই করে মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রাক-এতিহাসিক যুগের এক মহামারির কথা, যা ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে উত্তর-পূর্ব চিনে মাইকোজিগোও অঞ্চলে। এই অঞ্চলে পাওয়া কিছু প্রমাণ থেকে পণিতদের ধারণা এখানে অসংখ্য মানুষ মহামারিতে মারা যায় আড়াই হাজার বছর আগে যখন এখথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন এথেন্দে প্লেগে লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। থুশিভাইসের রচনা থেকে এক মহামারির খবর পাওয়া যায়। জর, চোখ লাল হয়ে যাওয়াত্ত এসব বর্ণনা থেকে অনেকের ধারণা মানুষ টাইফয়েড জুরে বা এবোলায় আক্রান্ত হয়েছিল। ১৬৫-১৮০ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ ও গুটি বসন্ত রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে অসুস্থ করে তুলেছিল। অনুমান করা হয় পারস্য থেকে যুদ্ধ শেষে সৈন্যরা এইসব রোগ দেশে নিয়ে যায়।

২৫০-২৬২ খিস্টাব্দে রোমান সান্তজ্যে মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ৫৪১-৫৪২ খ্রিস্টাব্দে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যে বুবনিক প্লেগের আক্রমণে জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ মারা যায়। ইস্তাম্বুলেও এই সময়ে প্লেগে বহু লোকের মৃত্যু হয়। চতুর্দশ শতকেও এসেছিল ভয়ঙ্কর বুবনিক প্লেগ। সেটা এতটাই ভয়ঙ্ক হয়ে দেখা দিল যা সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করে। ইউরোপ, এশিয়া, মিশরে দেখা গেল মৃতদেহের পাহাড়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছত্রিশ কোটির মধ্যে অনুমান করা হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষ তখন মারা যায়। প্লেগের কারণ একটি ব্যাকটেরিয়া ইয়ারসিনিয়া পেসটিস Yersinia pestis যা বহন করে এনেছিল ইদুর। প্লেগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া বহু শত বছর গোবি মরুভূমিতে সুপ্ত হয়েছিল।

১৩২০ সাল নাগাদ এরা জেগে ওঠে। চিন থেকে যে বাণিজ্যপথ এশিয়া ও ইতালিতে বিস্তৃত ছিল, এই পথ ধরে এই প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে যায়-ত্ত ইতালি ও রাশিয়াতে তা অতিমারির রূপ নেয়। ষোড়শ শতকে ইউরোপের হানাদাররা দক্ষিণ আমেরিকায় গুটিবসন্তের বীজাণু নিয়ে যায়। এতে এই অঞ্চলের ৯০ ভাগ মানুষ মারা যায়। ইনকা ও আযজটেক সভ্যতা একেবারে ভেঙে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকা হানাদার ইউরোগীয়রা দখল করে নেয়। ১৫১৯ সালে আযাজটেক রাজধানী Tenehtilan এবং ১৫৩২ সালে ইনকাদের দেশ ইউরোপীয়ানরা অধিকার করে। ১৬৬৫-৬৬ সালে লন্ডনে প্লেগে মারা যায় লক্ষ মানুষের বেশি, ১৭২০- ২৩ সালে মার্শইয়ে লক্ষ লোকের বেশি প্লেগে মারা যায়। ১৭৭০-৭২ সালে রাশিয়ায় মহামারি আকারে এসেছিল প্লেগ। মানুষকে গৃহবন্দি হয়ে থাকতে নির্দেশ দেওয়ায় দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, আর্চ বিশপকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ১৮৮৯-৯০ সালে এসেছিল এক ভয়ানক ফ্লু, যা এশিয়াটিক ফ্লু হিসেবে পরিচিত। উনিশ শতকের এটিই বোধহয় ভয়ঙ্করতম মহামারি যখন দশ লক্ষের বেশি মানুষ মারা যায়। মৃতদের মধ্যে একটা বড় অংশ ইউরোপ, বিশেষ করে রাশিয়ার। যা হোক গত একশ বছরে মারণ রোগ ও মহামারীর কথায় ফিরে আসছি। বিশ্ব জুড়ে যে মহামারি মৃত্যুমিছিল আজকে চলছে তার কারণ হিসাবে কোভিড- ১৯ ভাইরাসকে বলা হয় যার সূত্রপাত হয়েছে ২০১৯ শেষের শেষের দিকে চিনের উহান থেকে। প্রথমেই বুঝতে পারা যায় রোগটি কোন পশুপাখির শরীর থেকে মানুষের শরীরে এসেছে। প্রথমে সন্দেহ করা হয় উহানের সমুদ্রজাত খাবারের বাজার থেকে রোগটি এসেছে। যদিও এই সন্দেহের সমর্থনে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। করোনা ভাইরাসটির জেনেটিক বিশ্লেষণ থেকে আন্দাজ করা গেছে, রোগটির উৎপত্তি

একজাতীয় বাছুর থেকে, যদিও সমুদ্রজাত খাবারের বাজারে তা পাওয়া যায় না বিজ্ঞানীরা ভাবছেন বাদুড় ও মানুষের মাঝখানে কোন প্রাণী এই ভাইরাস ছড়াতে ভূমিকা নিয়েছে। অনুমান করা হয় প্যাঙ্গোলীন নামে এক পিঁপড়ে খেকো বিপন্ন প্রাণী এই মাঝখানের ভূমিকাটি নিয়েছে। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে অবশ্য জানা থেকে -এর সঙ্গে প্যাঙ্গোলিন থেকে সংগৃহীত ভাইরাসের ছড়ানোর ভূমিকা। বিশ্বজুড়ে একটা প্রচারও আছে যে কোভিড-১৯ ভাইরাসটি প্রকৃতিজাত নয়, চিন জৈব অস্ত্র হিসাবে এই ভাইরাসটি সুকৌশলে তৈরি করেছে। নেচার পত্রিকার ৯ মার্চ ২০২০ তারিখে সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেন এই ভাইরাস অতি দ্রুত মানবদেহকে আক্রমণ করে। গবেষকদের সন্দেহ SARCOV ২ করোনা ভাইরাস একটি বিশেষ প্রোটিন এই দ্রুত আক্রমণের কারণ SARCOV২ ২ এর স্পাইক প্রোটিন একটি বিশেষ এনজাইমের প্রভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে। আর এই প্রোটিনটি মানুষের টিস্যু হৃৎপিণ্ড লিভার ক্ষুদ্রান্তে যথেষ্ট আছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে স্পাইক প্রোটিনটি মানব কোষের বিশেষ রিসেপটিকে বাঁধতে পারে যাকে বাল হয় (angiotension converring enzyme২ (ACE২) ২। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে ও গবেষণার ফলে নানা দেশে রোগটির ব্যাকসিন বের করা সম্ভব হয়েছে। এখন ও পর্যন্ত পরিচ্ছন্নটা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে। দুনিয়ার মানুষ নতুন একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছে—লকডাউন। ব্যবসা -বাণিজ্য, কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অফিস-আদালত সব বন্ধ করে গৃহবন্দি হয়ে থাকা হচ্ছে লকডাউন। মানুষের জীবন বাঁচাতে গিয়ে জীবিকা বন্ধ, সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। আর ইতিমধ্যে এই মহামারিতে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ লক্ষে পৌঁছে গেছে।

১৯১৮ সালে হয়েছিল ভয়ানক মহামারি, যখন কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্বের ৩৩ শতাংশ জনসংখ্যা। H1N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছিল এভং পাঁচ কোটি মানুষ এ সময় মারা যায়। এই রোগের ভাইরাসের উৎস পক্ষী। সাধারণভাবে দেখা যায় নানা জাতের ফ্লুতে প্রবীণরাই বেশি কাবু হয়ে পড়ে, কিন্তু এই মহামারিতে নবীনরাই বেশি কাবু হয়েছিল। এই মহামারিতে আমেরিকায় এত লোক মারা যায় যে সেখানকার মানুষের গড় আয়ু ১২ বছর কমে যায়।

২০০৯ সালের বসন্তকাল থেকে বছর খানেক H1N1 ভাইরাসের আরেকটি জাত H1N1 xdm-09 সারা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়ায়। আমেরিকায় সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোলের রিপোর্টে জানা যায় লাখ পাঁচেক মানুষ এই মহামারিতে মারা যায়। এই ভাইরাসের উৎপত্তি শুয়োরের পাল থেকে বিশেষ করে আমেরিকাও ইউরো এশিয়ায়।

মশার কামড় যত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় তার সংখ্যাটা সাপ, বাঘ, সিংহ, হাতি থেকে মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি। প্রাণীদের মধ্যে মশার চাইতে মানুষের বড় শত্রু আর কেউ নেই। মশা মানব দেহে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের আক্রমণ ঘটায়। এতে ২০১৮ সালে পৃথিবী জুড়ে ২৩ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং চার লক্ষ মানুষ মারা যায়। ডিস জাতীয় (Aecles genus) মশার কামড়ে মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। ডেঙ্গু থেকে বছরে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। পোষা প্রাণী ও ইদুর মানবদেহে রোগ ছড়ায়। এশিয়া আফ্রিকায় বছরে ৫৫০০০ মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মারা যায়।

তীক্ষ দাতের ইদুরেরা মানবদেহে হান্টাভাইরাস Hantavirus ছড়ায়। এই ভাইরাস মুত্র-বিষ্ঠা-মুখের লালায় ছড়িয়ে আছেত্ত যা থেকে বাতাসে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং আপনার নিঃশ্বাসে সেই ভাইরাস ঢুকে আপনাকে রোগাক্রান্ত করতে পারে। ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ানো হান্টাভাহরাস থেকে পালমোনারি সিনড্রোম HPS রোগ হতে পারে। এই রোগের উপসর্গের মধ্যে আছে জ্র, শীত করা, মাথাব্যথা, পেটের সমস্যা, পেশিতে ব্যথা। এই ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ রোগীর মৃত্যু হতে দেখা যায়। এইডস নামক মারণ রোগের কারণ নানা নামে এক মারাত্মক ভাইরাস। এই ভাইরাসটি এসেছে মধ্য আফ্রিকার একজাতীয় শিম্পার্জির শরীর থেকে simian inmunode ftciency vins SIV ।জঙ্গলে মাংস শিকার করার সময় তা মানবদেহে আসে এবং এই HIV মিউটেশনের মাধ্যমে নানা হয়েছে। অনুমান করা হয় উনিশ শতকের গোড়া থেকে এই ভাইরাসটি মানবদেহে আসতে শুরু করে, এই ভাইরাস। মানুষের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ভেঙে দেয়। এর ফলে নবদেহে নানা রোগের আক্রমণ হয় বা ক্যান্সারে মানুষের মৃত্যু হয়। ২০১৮ সালে ১৭ লক্ষ মানুষ HIV-তে আক্রান্তহয় যার মধ্যে ৭ লক্ষ ৭ হাজার মানুষ মারা যায়। WHO -এর এক হিসাবে এই সময়ে অন্তত চার কোটি মানুষ HIV সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছে। কত বছর ধরে যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই চললেও ২০১৮ সালে আড়াই লক্ষ মানুষ যক্ষ্মা রোগে মারা গেছে যারা আবার HIV তে আক্রান্ত ছিল। সংক্রমিত এক দেহ থেকে অন্য মানব দেহে রক্ত বা দেহজাত রসের (যেমন মাতৃদুগ্ধ, বীর্য, যোনিপথের রস) মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। ১৭ আক্রান্ত মায়ের সন্তানও এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনুমান করা হয়, এই মুহূর্তে পৃথিবীর ছ'কোটি মানুষের মস্তিষ্ক এক উদ্ভট প্যারাসাইট "টোক্সোপ্লাজমা গ্যান্ডি" দ্বারা আক্রান্ত, যা নাকি সিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণ। এই প্যারাসাইটের প্রাথমিক শোষক (৭০৯) বাড়ির বিড়াল। মাইক্রোবটি মার্জার জাতীয় প্রাণীর শরীরে বংশবৃদ্ধি করে। এদের বিষ্ঠার মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়ায়। বেড়াল ছাড়া আরও কিছু তন্যপায়ীর মাধ্যমে এই প্যারাসাইটের সংক্রমণ ঘটতে পারে। "টেক্সোপ্লাজমা গ্যান্ডিকে অনেক সময় বলা হয় "মনের নিয়ন্ত্রক এক প্যারাসাইট। ইদুরেরা এদের দ্বারা সংক্রামিত হলে, বিড়ালের ভয় ভুলে যায় এবং বিড়ালের মূত্রের গন্ধের আকর্ষণে এরা বিড়ালের কাছে গিয়ে বিড়ালের শিকার হয়ে ওঠে। এই প্যারাসাইটে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ফ্লু ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। জল বা খাবারে প্যারাসাইটিক ফিতাকৃমি থাকতে পারে, যার ডিম থেকে মানুষ সিস্টিসারকোসিস নামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এইসব লার্ভা মানব পেশি ও মস্তিষ্কে গিয়ে ০৯৫ তৈরি করতে পারে। শুকরের শরীরে একজাতীয় ফিতাকৃমি থাকায় অসিদ্ধ শুয়োরের মাংস থেকে মানবদেহ আক্রাত হতে পারে, মানুষের শরীরেও ফিতাকৃমি তৈরি হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদ হয় যখন এসব সিস্ট মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে নামক রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের উপসর্গ মাথাব্যথা, বিভ্রম তৈরি হওয়া শরীরে ভারসাম্য না থাকার সমস্যা, পরিণতিতে স্ট্রোক ও মৃত্যু হতে পারে। এবোলা একটি মারাত্মক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এই রোগটি ও ভাইরাসটি প্রথম চেনা যায় কঙ্গোর এবোলা নদীর কাছে। সংক্রামিত বাদুড় বা অন্য কোনও প্রাইমেটের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়িয়েছে। মানবদেহ এই ভাইরাসের চারটি স্ট্রেনে আক্রান্ত হতে পারে।

সংক্রামিত রক্ত বা দেহজাত রসের মাধ্যমেই এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। রোগটির ভয়ঙ্কর সব উপসর্গ হল, হঠাৎ জুর আসা, অসম্ভব দুর্বল বোধ করা, পেশিতে অসহ্য ব্যথা, ঠোট ফুলে ঢোল, গলায় কষ্ট, বমি, পেটখারাপ, গায়ে র্যাশ, কিডনি ও লিভার খারাপ হয়ে যাওয়া, শরীরের বাইরে ও ভিতরে রক্তপাত। রোগের উপসর্গ জর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, চামড়ায় লাল লাল চক্রাকৃতি ফুসকুড়ি। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই বছরে তিন লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় রিপোর্ট। ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ। রোগটির প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসা করলে রোগটির দ্রতত নিরাময় হয়। নানা প্রাণী পতঙ্গ মানবদেহে রোগ সংক্রামিত করতে যে ভূমিকা নেয় তা নিয়ে সামান্য আলোচনা হল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, পশুদের শরীরে নানা রোগ ছড়াতেও আছে মানুষের ভূমিকা। তানজানিয়ার গোন্ধে স্টিম ন্যাশনাল পার্কের শিল্পাঞ্জির গায়ে পোলিওর আক্রমণ মানুষের শরীর থেকেই হয়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় গরিলা ও শিল্পার্জিদের মধ্যে অ্যানগক্স রোগ ছড়ানোর মাধ্যম ছিল জঙ্গলে গবাদি পশু চড়ায় এখন সব মানুষেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার চিড়িয়খানায় শিল্পার্জিদের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় এমন রোগ দেখা দেয়। পরে জানা গেছে সেটিও মানব দেহ থেকে ছড়িয়েছিল। এ বিষয়ে দু-একটি উদাহরণ শুধু উল্লেখ করা হল। ইতিহাস ও সভ্যতায় মানুষের রোগবালাই বিশেষ করে মহামারি ও অতিমারির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নির্বিচার মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মুখ, মানুষ তার নিয়ে নানা মৌলিক প্রশ্ন করেছে, ভেবেছে ঈশ্বরের রোষ নেমে এসেছে, প্রলয়ের বাকি নেই- পৌরাণিক কাহিনি, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে নানা উত্তেজিত আলোচনা করেছে। দুর্যোগের দিন কাটিয়ে মানুষ কি আবার চেনা পুরনো পৃথিবীতে ফিরতে পারবে? দেখা গেছে রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ যুগে যুগেই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। তবে রোগমুক্ত পৃথিবীর প্রকৃতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি পাল্টে যাবেত্ত ক্ষমতার কেন্দ্রও পাল্টে যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

করোনা মহামারি ও তার ইতিহাস

অনুপম মুখোপাধ্যায়

করোনা এখন আমাদের চৌকাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তার ক্ষুধা কতটা? এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমরা ভয়ার্ত। আমরা ভয়ের মধ্যেই আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনাও খুঁজছি। আমরা খুঁছি ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের। হয়তো, ঠিক এখনই আমরা একটা ইতিহাসের মধ্যে আছি, এই যে দিনগুলো, একদিন ইতিহাস আমাদের মনে রাখবে একটা সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হিসাবে। এক বিরল ত্রাসের পরিসরে আজ আমরা রয়েছি। মানুষকে যুগে যুগে এমনভাবেই সাক্ষী হতে হয়েছে, কারণ করোনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,তা পেছনে আছে হাজার হাজার বছরের মানবিক অভিজ্ঞতা। তা প্রীতিকর নয়। কিন্তু তা মিথ্যাও নয়।

ইঙ্গমার বার্গম্যানের ৎদ্য সেভেন্থ সীল' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পেরেছেন মধ্যযুগের ইউরোপে প্লেগের য়াবহতা, যার সামনে দাঁড়িয়ে নিরীশ্বর ব্যক্তির ঈশ্বরে কথা ভেবেছেন, আর চরম আস্থাশীল মানুষের মধ্যে দেখা দিয়ছে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি একটা টালমাটাল মনোভাব। মৃত্যু যখন কালো পোশাকে শরীর ঢেকে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকে ব্ল্যাক ডেথ রূপে যখন স্পষ্ট চিনতে পারছে চলচ্চিত্রটির নাইট চরিত্র, এবং সেই নাইটের চোখ দিয়েই মৃত্যুকে দেখে শিহরিত হচ্ছি আমরা, যারা কেউ বিংশ শতাব্দির দর্শক, কেউ একবিংশ শতাব্দির দর্শক, কেউ একবিংশ শতাব্দির দর্শক, আমরা বুঝতে পারছি মহামারী কী ভয়ানক, কী মর্মান্তিক তার এগিয়ে আসা, তার গ্রাস, তার শুকনো জলহীন হাঁ। সে কখনও আমাদের সরাসরি ভক্ষণ করে, কখনও বা গিলে নেয় প্রতারণার আড়াল তেকে। একটা সমাজ যখন একটা মহামারির সামনে দাঁড়ায়, আর যখন সমাজটি সেই ব্যাধির প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়, ক্ষণিকের মু

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি ঃ নিজস্ব।

কৃষক আন্দোলন এবং রেলওয়ে ট্র্যাক নবীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য কয়েকটি ট্রেন বাতিল

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষক আন্দোলন এবং রেলওয়ে ট্র্যাক নবীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য কয়েকটি ট্রেন পরিষেবা বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল।

গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনীত কৌর এক প্রেসবার্তায় এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে ট্র্যাক নবীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং পূর্ব রেলওয়ের ফিরোজপুর ডিভিশনে কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ট্রেনের পরিষেবা বাতিল এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রেনগুলি বাতিল ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা পরিষেবা জারি থাকবে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

যে সকল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে তারিখ সহ সেগুলি ট্রেন নম্বর ১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস ২৮ এবং ৩০ ডিসেম্বর (২০২১), ১, ৪, ৬, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ১৮ এবং ২০ জানুয়ারি (২০২২)। এছাড়া হলদিবাড়ি থেকে রওয়ানা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেন ২৯ ও ৩১ ডিসেম্বর (২০২১); ২, ৫, ৭, ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৯ এবং ২১ জানুয়ারি (২০২২) পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

এভাবে ট্রেন নম্বর ০৪৬৫৪ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ট্রেন কৃষক আন্দোলনের জন্য ২৯ ডিসেম্বর (২০২১) এবং ০৪৬৫৩ নম্বর নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেন ৩১ ডিসেম্বর (২০২১) বাতিল থাকবে। তবে ট্রেন নম্বর ১৫৬৫৬ শ্রীমাতা বৈষ্ণদেবী কাত্রা-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবা এবং ট্রেন নম্বর ১৫৬৫২ জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ২৯ ডিসেম্বরের (২০২১) নির্ধারিত যাত্রা উত্তর রেলওয়েতে কৃষক আন্দোলনের জন্য আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট জংশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা হবে। এই ট্রেনগুলির বিশদ সময়সূচি ও স্টপেজ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকার পাশাপাশি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল প্ল্যাটফর্মগুলিতেও পাওয়া যাবে বলে প্রেসবার্তায় জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনীত কৌর।

বেআইনি রোগ নির্ণয়কেন্দ্র, বন্ধ করে দেওয়া হল তিনটি পরীক্ষাগার

বুনিয়াদপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : লাইসেন্স ছাড়াই রোগ নির্ণয়কেন্দ্র চালানোর অভিযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের তিনটি পরীক্ষাগার। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের অভিযানের খবর পেয়েই বুনিয়াদপুরের আরও কয়েকটি পরীক্ষাগার বন্ধ করে পালিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

জেলায় খোলা হয়েছে একের পর এক ল্যাব ও ক্লিনিক। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সেই ক্লিনিকগুলিতে হানা দেন স্বাস্থ্য দফতরের পর্যবেক্ষকরা। মঙ্গলবার দুপুর থেকে বুনিয়াদপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় স্বাস্থ্য দফতর ও পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার বংশীহারী ব্লকের বিএমওএইচ পুলকেশ সাহা বুনিয়াদপুর শহরের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে অভিযান চালায়। সঠিক অনুমোদন না থাকায় এদিনই তিনটি পরীক্ষাগার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিএমওএইচ বলেন, ''আজকে আমরা দৌলতপুরের দুটি ল্যাবে অভিযান চালিয়েছি। আর বংশীহারি ব্লকে তিন-চারটি ল্যাবে করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ডায়াগোন্যাস্টিকেরই ঠিকঠাক নথিপত্র রয়েছে। বাকি কোনও ল্যাবেরই সঠিক কাগজপত্র নেই। এর মধ্যে একটি ল্যাব আবার আমাদের আশার খবর পেতেই বন্ধ করে দিয়েছে। পাশাপাশি আরও কতগুলি ল্যাব আছে এদের কোনও লাইসেন্স নেই। এরা রোগীর জীবন নিয়ে খেলছে। এদের কোনও প্যাথোলজিস্ট নেই। সেই কারণেই সিল করা হয়েছে। যবে এদের লাইসেন্স হবে তবেই খোলা হবে।''

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শহরে যত্রতত্র খোলা হয়েছে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার। মাত্র কয়েক বছর আগে বুনিয়াদপুর পৌরসভা গঠিত হয়। আর এই কয়েক বছরের মধ্যেই বেড়েছে শহরে, দোকান পাট। বিভিন্ন ওষুধের দোকানে একের পর এক অবৈধ ভাবে তৈরি হচ্ছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার। তাই লাইসেন্সবিহীন এধরনের ল্যাবগুলি বন্ধ করতে এদিন তৎপর হয় স্বাস্থ্য দফতর।

হেফাজতে পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত চিনা নাগরিক

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে আবার গ্রেফতার হল এক চিনা নাগরিক। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে গুপ্তচর বৃত্তির জন্যই দর্জিকে চিন থেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে নেপালের মধ্যে দিয়ে। তাই মনে করা হচ্ছে এই শিকড় অনেক গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে।

দার্জিলিং জেলার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করে সীমা সশস্ত্র বলের ৪১ নম্বর ব্যাটিলিয়নের জওয়ানরা। ধৃত চিনা নাগরিকের নাম সেরিং দর্জি (২৭)। ভারতে প্রবেশের আগে পানিট্যাঙ্কিতে ৪১ নং ব্যাটেলিয়ানের হাতে সন্দেহভাজন হিসাবে আটক হন দর্জি। আটকের পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এসএসবি ব্যাটেলিয়ানের আধিকারিকেরা। সেই জিজ্ঞাসাবাদ চলার সময়েই তাঁর কথায় অসঙ্গতি প্রকাশ পায় এবং তার জেরেই দর্জিকে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গোড়ার দিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এক চিনা নাগরিককে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার সময় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এই মুহূর্তে সেই চিনা নাগরিক স্পেশাল টাক্স ফোর্সের হেফাজতে রয়েছে। বছর ঘুরতে না ঘরতেই ফের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। জানা গিয়েছে, দর্জিকে আটক করার পাশাপাশি তাঁকে তল্লাশি করে ভারতীয় আধার কার্ড, প্যান কার্ড, চিনা ভিসা, তিনটি ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন, ভারতীয় ৪০০০ টাকা, নেপালের ৩৪০ টাকা এবং আরবের ৫০০ টাকা মেলে। সেই সময় দেখা যায় দর্জির ভারতীয় আধারকার্ডে হিমাচল প্রদেশের ঠিকানা থাকলেও, চিনা পাসপোর্টে সিচুনের নাম রয়েছে। আর তাতেই অনুমান করা হচ্ছে ওই চিনা নাগরিক আর বেআইনি ভাবে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল।

গঙ্গাসাগরে গিয়েও কেন্দ্রকে তোপ মমতার

গঙ্গাসাগর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত তিনদিনের গঙ্গাসাগর সফরে। সাগরমেলার আয়োজনে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই মেলার আয়োজনে কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায় না রাজ্য সরকার। অথচ, কুম্ভমেলার জন্য দরাজহস্ত কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, গঙ্গাসাগর কি দুয়োরানি?

মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে গঙ্গাসাগরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেলে মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তিনি। সাগরে পৌঁছে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে পুজোও দেন। এর পর সেখান থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘেও উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী। সাগরের সঙ্গে কুম্ভমেলার তুলনা টেনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, কুম্ভমেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু গঙ্গাসাগরের আয়োজনে তা হয় না। তিনি বলেন, "গঙ্গাসাগরের জন্য টাকা দেয় না কেন্দ্র। আগে এখানে (পুণ্যার্থীদের জন্য) থাকার ব্যবস্থা ছিল না। তবে এখন সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।" মমতার প্রশ্ন, "কুম্ভমেলা যদি সুয়োরানি হয়, তবে গঙ্গাসাগর কি দুয়োরানি?" মঙ্গলবার তিনি কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন। আর তারপরই তাঁকে পাশে নিয়ে কার্যত ভবিষ্যৎবাণী করলেন আশ্রমের প্রধান জ্ঞানদাস মহান্ত। সূত্রের খবর, তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে মমতাকে কেউ রুখতে পারবে না। তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই আমরা।"

মেলার প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগরে পৌঁছে মেলার খুঁটিনাটি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন তিনি। মমতার দাবি, "গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতি বছর ২০-৩০ লক্ষ লোক হয়।" ওমিক্রন সংক্রমণের আবহে এই মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের করোনাবিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গঙ্গাসাগর মেলা হবে ৮ থেকে ১৬ জানুয়ারি। অন্য দিকে, ১৪ জানুয়ারি সকাল ১১টা ৪৬ মিনিট থেকে পরের দিন ভোর ৫টা ৭ মিনিট পর্যন্ত পুণ্যস্নানের তিথি। তার আগে সাগরমেলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে।

কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন হাইলাকান্দি বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ক্ষিতীশরঞ্জন ! চর্চা রাজনৈতিক মহলে

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : তবে কি ক্ষিতীশরঞ্জন পাল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন? রাজনৈতিক সচেতন মহলে দিনভর এমন চর্চা হাইলাকান্দিতে। দিনব্যাপী এঅ প্রশ্ন ঘোরপাক খাচ্ছে শহরজুড়ে। অসমের হাইলাকান্দি জেলায় ক্ষিতীশরঞ্জন পাল বহুচর্চিত নাম। রাজনৈতিক ময়দানে হোক আর সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ময়দান সহ শৈক্ষিক পরিমণ্ডল, সর্বত্রই পরিচিত, নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত এই ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির হাইলাকান্দি শাখার সভাপতি।

চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনে হাইলাকান্দি আসনে বিজেপির টিকিটের প্রবল দাবিদার ছিলেন তিনি। কিন্তু দল তাঁকে টিকিট না দেওয়ার অভিমানে নির্দল প্রার্থী হয়ে এই আসনেই জনগণের আশীর্বাদ পেতে ময়দানে নামেন। পরে অবশ্য দল-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য হাইকমাণ্ড তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। তবে রাজনীতির ময়দান ছাড়েননি সন্তরোর্ধ এই ব্যক্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে হাইলাকান্দিতে ঘাসফুল ফোটাবেন, এমনও মোটামুটি মনোস্থির করে আসছিলেন বহদিন ধরে। এ নিয়ে বেশ চর্চাও চলছিল সর্বত্র। আর তিনি নিজেই দিদি-র দলে যোগদানের কথা সংবাদ মাধ্যমের কাছে পক্ষান্তরে শুনিয়ে রেখেছিলেন। যদিও বিষয়টি এখনও বিশবাঁও জলে।

কিন্তু এবার হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি-র প্রাক্তন এই সভাপতিকে মঙ্গলবার দেখা গেল এক অন্য ভূমিকায়। তাঁকে দেখা গেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। আজ ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) দলের ১৩৭-তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিবসটি গোটা দেশের সঙ্গে হাইলাকান্দিতেও এখানকার দলীয় নেতাকর্মীরা উদযাপন করেছেন অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে। এদিন সকালে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল রোডে অবস্থিত জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের প্রবীণ নেতাদের সংবর্ধিত করেন বর্তমান জেলা কমিটির নেতারা। এছাড়া, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন হাইলাকান্দি সন্তোষকুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ কর্মসূচি ছিল। ফলমূল বিতরণ করেন দলের নেতাকর্মীরা। আর এতেই ভিন্ন চেহারায় দেখা গেছে ক্ষিতীশরঞ্জন পালকে।

কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তিনিও হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করেন। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে জেলা বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ক্ষিতীশরঞ্জন পালও কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে ফটো পর্যন্ত উঠেছেন ক্ষিতীশবাবু।

ক্ষিতীশ পালকে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে, তবে কি জেলা বিজেপি-র এই প্রাক্তন সভাপতি কংগ্রেসে যোগদান করছেন? অবশ্য এখানকার কংগ্রেসের একাংশ নেতা ক্ষিতীশরঞ্জন পালকে দলে টানতে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত চালিয়ে যাচ্ছেন বেশ কয়দিন ধরে। যদিও তিনি তাঁদের এখনও 'কথা' দেননি। এই খবর কংগ্রেসের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথা ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির হাইলাকান্দি শাখার সভাপতি ক্ষিতীশরঞ্জন পালকে কংগ্রেসে যোগদান করাতে দীর্ঘদিন ধরে নানা কসরৎ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ক্ষিতীশ পাল এখনও মনস্থির করতে পারেননি। প্রশ্ন উঠেছে, তা-হসে কি এই সূত্র ধরেই মঙ্গলবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ক্ষিতীশ পাল হাইলাকান্দির কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করে দলে যোগদানের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন?

অবশ্য এ সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শুনিয়েছেন হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্ষিতীশরঞ্জন পালের কংগ্রেসে যোগদান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সামস উদ্দিন বিষয়টি অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ কর্মসূচি চলার সময় ক্ষিতীশরঞ্জন পাল ছিলেন হাসপাতালে তাঁর সহধর্মিণীর চিকিৎসার জন্য। ওই সময় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনিও কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করেন।

এতে তাঁর কংগ্রেসে যোগদানের প্রসঙ্গ এল কোথা থেকে, উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর বলেন, ক্ষিতীশরঞ্জন পাল ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির হাইলাকান্দি শাখার সভাপতি। তাছাড়া তিনি বহু সামাজিক, ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। একজন প্রবীণ নাগরিক এবং রেডক্রসের সভাপতি হিসেবে হাসপাতালে এসে কংগ্রেসের এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি কোনও ভুল করেননি, এই মন্তব্য করে সামস উদ্দিনের যুক্তি, রোগীদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি, দল, সংগঠন ফলমূল বিতরণ করতে পারে, এ নিয়ে আবার রাজনীতি কেন? এই ইস্যু অহেতুক রাজনীতির ময়দানে নিয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

এদিকে এ ব্যাপারে ক্ষিতীশরঞ্জন তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, কংগ্রেসে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। মঙ্গলবার তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন রক্ত দিতে। সে সময় সামস উদ্দিন সহ কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আর তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণের মতো মহৎ কাজ করেছেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে। এখানে কংগ্রেসে যোগদানের প্রশ্নই আসে না, সাফ কথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি ক্ষিতীশরঞ্জন পালের।

আগামী ১ এবং ২ জানুয়ারি সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির ত্রয়োবিংশ সম্মেলন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলার ত্রয়োবিংশ সম্মেলনকে ঘিরে দলীয় কার্যকর্তা, কর্মী ও সমর্থক মহলে ব্যস্ততা তুঙ্গে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হবে জেলা সম্মেলন।

করিমগঞ্জ শহরে জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বি-দিবসীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি তথা প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুপ্রকাশ তালুকদার। সঙ্গে থাকবেন দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য টিকেন দাস ও নির্মল দে। সোমবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ খবর জানিয়েছেন সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী।

বিবৃতিতে ধর্মদাস আরও জানান, জেলায় অনুষ্ঠেয় ত্রয়োবিংশ সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে জেলাব্যাপী জোর প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে পথসভা, উঠোন-সভার মাধ্যমে চলছে জোর প্রচার। ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় শহরের জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে দলের রক্তপতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হবে। ১১টায় রয়েছে প্রকাশ্য সমাবেশ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশে যোগ দিতে সারা জেলা থেকেই আসবেন সদস্য, সমর্থকরা। সিআইটিইউ, কৃষক সভা, এসএফআই, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্য, বম সমর্থিত জেলার মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী, নির্মাণ শ্রমিকরাও এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।

তিনি জানান, করিমগঞ্জ কলেজের রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড় পরিতোষকান্তি চৌধুরীকে সভাপতি মনোনীত করে গঠন করা হয়েছে অভ্যর্থনা সমিতি। এই অভ্যর্থনা কমিটির হাতেই দ্বি-দিবসীয় সম্মেলনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সার্থক করে তোলার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী।

উল্লেখ্য এই সম্মেলন সিপিআইএম-এর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অংশ। প্রতি তিন বছর অন্তর শাখা থেকে সর্বভারতীয় স্তরে এই সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বিগত বছরগুলির কাজের হিসাব-নিকাশ, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পর্যালোচনা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সম্মেলনে।

করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী বিবৃতিতে লিখেছেন, দেশ এক গভীর সঙ্কটময় সময়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতি পদে লুণ্ঠিত হচ্ছে। দেশের সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা চরম প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু মৌলবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের যৌথ আগ্রাসনে ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘুদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি বিপদগ্রস্ত। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, এনরেগায় চলছে ব্যাপক হরির লুট। শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলেও প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেন সিপিআইএম নেতা ধর্মদাস চক্রবর্তী।

দ্বি-দিবসীয় সম্মেলনকে সফল করে তুলতে অভ্যর্থনা সমিতি জেলার সর্বস্তরের ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

মহিলাদের স্বশক্তি করনের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ ডিসেম্বর।। গ্রাহস্থ্য হিংসা সহ মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় কোন মহিলারা যাতে প্রান না হারায় সেই লক্ষ্যে সরকার মহিলাদের স্বশক্তি করনের প্রয়াস জারি রেখেছে , আর যাদের নিয়ে এই প্রয়াস তারাই জল ঢেলে দিচ্ছে সরকারের প্রয়াসকে। বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হল সংলগ্ন ব্যস্ততম সড়কের পাশে-সখি ওয়ানস্টপ সেন্টার থেকে। দক্ষিণ জেলায় একটিমাত্র সখি ওয়ানস্টপ সেন্টার। গত আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বিলোনিয়া সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন আসার পর দিদিমনি দের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে হতবাক হয়ে যান। নির্দেশ দেন দায়িত্ব প্রাপ্ত দিদিমনি রা যাতে মহিলা থানার সাথে যোগাযোগ করে , নির্যাতিতার পাশে থাকার জন্য। সেই নির্দেশ আজও উপেক্ষিত। সমাজে নানান ভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষার তাগিদে সরকারের প্রয়াসে গড়ে ওঠা এই সখি ওয়ানস্টপ সেন্টার। যেখানে সমাজে বধূ নির্যাতন থেকে শুরু করে নানান ভাবে অত্যাচারিত হওয়া মহিলাদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা, আইনি সহায়তা এবং আবাসনের সুব্যবস্থা রয়েছে। দক্ষিণ জেলা জুড়ে ২০১৯ সালে এই কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে বিলোনিয়া শহরে অর্থাৎ একেবারে ব্যস্ততম সড়ক পুরাতন টাউন হল সংলগ্ন রাস্তার ধারে। অথচ এই সেন্টারে দায়িত্ব প্রাপ্ত দিদিমনিরা রংবাহারি কার্যালয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। গত দুই বছর অব্দি দুজন দিদিমণি ডেপুটেশনের সুবাদে এই অফিসে কর্মরত রয়েছেন।দুই বছর অব্দি এখানটায় কর্মরত থাকলেও দক্ষিণ জেলা জুড়ে খুঁজে পাননি একজন নির্যাতিতা মহিলাকেও। পাবেন কি করে, জেলা আধিকারিক বিজন চক্রবর্তীর নির্দেশে কার্যালয়ের ভেতর থেকেই তালা দিয়ে বসে বসে বেতন গুনছেন দু"বছর ধরে। সূত্রের খবর অনুসারে ব্যক্তিগত কাজকর্ম সেরে অফিসে আসেন সকাল এগারোটায় আবার তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে যান। বিজন বাবু নাকি উনাদের সুরক্ষার জন্য ভেতর থেকে সরকারি অফিসে তালা লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তালাবন্দি কার্যালয়ে থেকে কি ধরনের কাজ করছেন সেটা তাদের দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভেতর থেকে তালা দেওয়ার ফলে ভেতরের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য শুধু সংবাদ প্রতিনিধি কেন, অভিযোগ জানানোর জন্য নির্যাতিতা মহিলাদেরও ভেতরে ঢোকার মতো কোন সাধ্যি নেই। রাজ্যের আটটি জেলাতে এই সেন্টার গড়ে তোলা হয়। এর মধ্যে দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়াতেও অস্থায়ী ভাবে গড়ে তোলা হয় সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার।

অসমের দশটি জেলার হিন্দু নাগরিকদের সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়ার দাবি বিধায়ক মৃণালের

'বরপেটার পিরলা সত্রের ১০১ বিঘা ভূমি বেদখল, সত্রের নেই কোনও চিহ্ন'

বরপেটা (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের দশটি জেলার হিন্দু নাগরিকরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। ওই দশটি জেলায় সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছেন বাংলাদেশমূলের মুসলমানরা। তাই ওই সব জেলার বাসিন্দা হিন্দুদের সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া উচিত সরকারের। দাবি খুমটাইয়ের বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকিয়ার।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শতবর্ষ-প্রাচীন সত্র (বৈষ্ণবীয় মঠ)-গুলোর ভূমি জবরদখল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি সত্রে উচ্ছেদ চালিয়ে জবরদখলমুক্ত করেছে রাজ্য প্রশাসন। বাকি জবরদখলকৃত সত্রগুলোর মালিকানাধীন ভূমির সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে সম্প্রতি রাজ্য সরকার তিন সদস্যের সত্র কমিশন গঠন করে দিয়েছিল। বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া নেতৃত্বাধীন কমিশনের সদস্যরা আজ সোমবার বরপেটা জেলায় অবস্থিত সত্রগুলোর ভূমি বেদখল সম্পর্কীয় সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলেন।

আজ সকালো বরপেটার সুন্দরীদিয়া সত্রে গিয়ে তাঁরা সত্রাধিকার, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং ভকত (ভক্ত)-দের সঙ্গে দেখা করে ভূমি বেদখল সম্পর্কিত আলোচনায় বসেন। আলোচনার পর কমিশনের দল বরপেটার পিরলা সত্রের বেদখলকৃত ভূমিও সরেজমিনে তদন্ত করে। তাঁরা দেখেছেন, হরিদেবের প্রধান শিষ্য আচার্য নারায়ণদেব প্রতিষ্ঠিত পিরলা সত্রের প্রায় ১০১ বিঘা ভূমির সবটাই এখন সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে গেছে। তা দেখে কমিশনের সদস্য মৃণাল শইকিয়া স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। পরে তাঁর সঙ্গে সফররত সাংবাদিকদের মৃণাল বলেন, বরপেটা সহ অসমের দশটি জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। ওই দশটি জেলাকে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশি মুসলমানরা কবজা করে নিয়েছে। ওই সব জেলায় তারা সংখ্যাগুরু। তাই মুসলমান কবলিত দশটি জেলার হিন্দু নাগরিকদের সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিতে সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি।

এদিকে পিরলা সত্রের সত্রাধিকার দীপেন্দ্রনাথ গোস্বামী আক্ষেপ করে বলেন, এই সত্রের সব ভূমি বহুদিন আগে বেদখলকারীরা কবজা করে নিয়েছে। ফলে পিরলা সত্রে বিদ্যামান গুরুর

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ওমিক্রনের মাঝেই হানা দিল ডেলমিক্রন, জেনে নিন করোনার এই নতুন রূপ কতটা ভয়ঙ্কর

করোনার নতুন রুপ ওমিক্রনের আতঙ্কে গোটা বিশ্ব জর্জরিত, এরই মধ্যে আবার হানা দিল করোনার আরেক নতুন ভ্যারিয়েন্ট ডেলমিক্রন। পশ্চিমী দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই এই ডেলমিক্রণ ভ্যারিয়েন্টের বিস্তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডেল্টা এবং ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে এই ডেলমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে বর্তমানে ভারতের মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ওমিক্রনের মামলা ধরা পড়েছে। তবে দিল্লি, কেরালার মতো অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও এর সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডেল্টা ভেরিয়েন্টের তুলনায় ওমিক্রন আরও অনেক দ্রুত ছড়াতে পারে। আর এর মধ্যে আবার নতুন করে ডেলমিক্রনের উপস্থিতি বিশেষজ্ঞদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়ে দিয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত। ডেলমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট কী? ডেলমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট হল কোভিডের যুগ্ম রূপ, যা পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এবং ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সমন্বয়ে, এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটির নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে এই দুই রূপই, ভারত-সহ সারা বিশ্বে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। কোভিডের স্টেট গভর্নমেন্টের টাস্ক ফোর্সের এক সদস্য শশাঙ্ক যোশির মতানুসারে, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেল্টা ও ওমিক্রনের যুগ্ম রূপ ডেলমিক্রন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই নিয়ে সতর্ক করেছেন। ডেলমিক্রন ওমিক্রনের থেকে কতটা আলাদা? ওমিক্রন হল ২-এর পরিবর্তিত রূপ ১.১.৫২৯, যা প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এটি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় মৃদু উপসর্গ বিশিষ্ট এবং এটি অনেক বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম। তাছাড়া, ওমিক্রনে মৃত্যুর হারও ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের থেকে কম। তবে, ডেলমিক্রন হল ডেল্টা এবং ওমিক্রনের মিলিত রূপ, যেটি মূলত ভ্যারিয়েন্টগুলির ট্যুইন স্পাইক। তাই ডেলমিক্রন ওমিক্রনের থেকে আলাদা। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের উপসর্গগুলি কী কী? ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এখনও গবেষণাধীন হওয়া সত্বেও, এতে সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে চারটি সাধারণ উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। এই উপসর্গগুলি হল - কাশি, ক্লান্তি, কনজেশন এবং সর্দি। তাছাড়া -এর কোভিড-১৯ উপসর্গের তালিকায় শরীরের পেশীগুলিতে যন্ত্রণা হওয়া, মাথা যন্ত্রণা, গলা ব্যথা, বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া এবং ডায়রিয়ার মতো উপসর্গগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে উপসর্গহীন সংক্রমণও খুব সাধারণ। ডেল্টা ভেরিয়েন্টের উপসর্গগুলি কী কী?ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া, পেটের সমস্যা, গুরুতর গ্যাস্টিকের সমস্যা হওয়া কিংবা রক্তে জমাট বাঁধা, ফুসফসের ক্ষতি, ত্বক ও নখের সমস্যা হওয়ার মতো গুরুতর উপসর্গগুলি লক্ষ্য করা যায়।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কী সতর্কবার্তা দিচ্ছেন? জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ওমিক্রন সংক্রমণ সর্বোচ্চ হতে পারে বলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এখন থেকেই সতর্ক করছেন। তাই সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং অন্যান্য কোভিড স্বাস্থ্যবিধিগুলিও মেনে চলতেও পরামর্শ দিচ্ছেন তারা।

অতিরিক্ত ভিটামিন ডি গ্রহণের ফলে দেখা দেয় হাইপারক্যালসেমিয়া

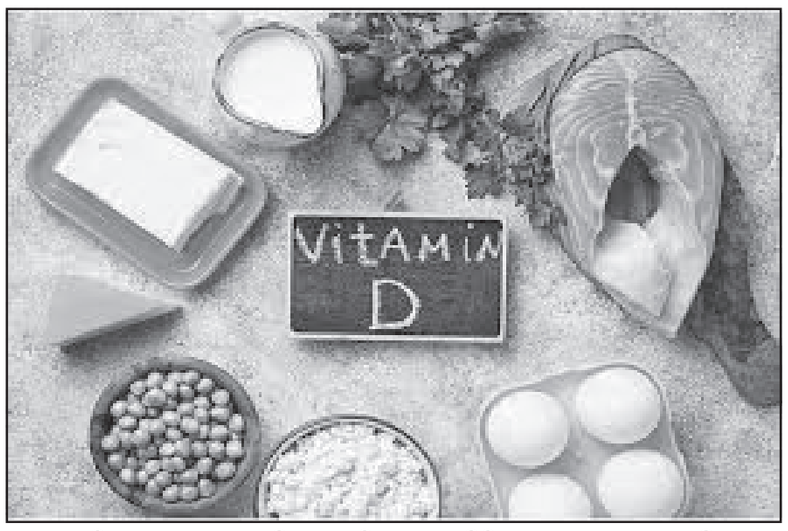

ভিটামিন ডি এর প্রধান উতস হল সূর্যালোক। তাই ভিটামিন ডি কে, সাধারণত সানশাইন ভিটামিনও বলে। এটি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই ভিটামিনটি, খাবার থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সহায়তা করার পাশাপাশি, দাঁত এবং হাড়ের গঠন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেও ভিটামিন ডি অত্যন্ত সহায়ক।

তবে আপনি কী জানেন, মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর গ্রহণ, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কতটা ক্ষতিকারক? হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, রক্তের সর্বোত্তম মাত্রা বজায় রাখতে দৈনিক ১০০০-৪০০০ কিংবা ২৫-১০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন ডি গ্রহণ করলে, হতে পারে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর পার্শ প্রতিক্রিয়া। তাহলে, আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক, মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর কুফল গুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য:

১) হাইপারক্যালসেমিয়া

এটি মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি গ্রহণের, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্শপ্রতিক্রিয়া। হাইপারক্যালসেমিয়ার ক্ষেত্রে, রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা সকলেই জানি যে, ভিটামিন ডি মূলত খাবার থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সহায়তা করে। তাই শরীরে মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর অর্থ হল, ক্যালসিয়ামের শোষণও বেশি হওয়া। এর ফলে খিদে কমে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, উচ্চ রক্তচাপ, ক্লান্তি এবং বমি বমি ভাবের মতো, বিভিন্ন পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

২) কিডনির সমস্যা হওয়া

মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি মূলত, কিডনি রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর কারণে, রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কিডনির কার্যকারিতা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি, বারে বারে প্রস্রব পাওয়া কিংবা কিডনীস্টোনের মতন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই যারা ইতিমধ্যেই কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত, তাদের চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

৩) হজমের সমস্যা দেখা দেয়

শরীরে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে পাকস্থলীতে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা ডায়রিয়ার মতো বিভিন্ন হজম সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে এগুলি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার লক্ষণও হতে পারে। তাই যেকোনো ধরনের সম্পূরক গ্রহণ করার আগে, অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

৪) হাড় ক্ষয়

হাড়ের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি কিন্তু, হাড়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। তাই, হাড়ের সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের জন্য চিকিতসক নির্ধারিত মাত্রায়, ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম গ্রহণ করুন।

৫) খিদে কম পাওয়া এবং বমি বমি ভাব

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি এর কারণে খিদে কমে যাওয়া, বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়ার মতো বিভিন্ন ধরনের পার্শ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এগুলি মূলত হাইপারক্যালসেমিয়ার সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত।

৬) অত্যধিক ক্লান্তির অনুভূতি

আপনি কী শরীরে কোন বল পান না? আপনার কী অত্যাধিক ক্লান্তির অনুভূতি হয়? তাহলে, এটি মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন ডি গ্রহনের কারণে হতে পারে। এটিও মূলত, হাইপারক্যালসেমিয়ার সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত।

৭) বিরক্তির অনুভূতি হওয়া

বারে বারে বিরক্ত হওয়া বা খিটখিটে মেজাজ, হাইপারক্যালসেমিয়ার অন্যতম সাধারণ লক্ষণ। যা মূলত ভিটামিন ডি এর আধিক্যজনিত কারণে হয়ে থাকে। তাছাড়া মাত্রা অতিরিক্ত ভিটামিন ডি, মস্তিষ্কের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতেও সক্ষম। এর থেকে বিভ্রান্তি, সাইকোসিস কিংবা বিষণতার মতো বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই এই ধরনের উপসর্গ গুলি লক্ষ্য করা মাত্রই, চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

করোনায় হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট আছে এমন শিশুদের ভর্তি করবেন না

আপনজন ডেস্ক: শ্বাসকষ্ট রয়েছে এমন শিশুদের করোনার টিকা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন চিকিতসকরা। কারণ পাঁচ বছর বয়সী এ ধরনের শিশুরা করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি ৬ গুণ বেশি বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ৭৫ হাজার স্কুলগামী শিশুর ওপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, স্কটল্যান্ডে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা প্রতি ১ লাখ শিশুর মধ্যে কমপক্ষে ৫৪৮ জনকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে যাদের শ্বাসকষ্ট নেই, তাদের মধ্যে এই সংখ্যা প্রতি ১ লাখে মাত্র ৫৫ জন। কোভিড ঝুঁকি বাড়ায় এমন অন্যান্য কারণ বিবেচনায় নিয়ে পরিসংখ্যানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য করার পর গবেষকরা জানিয়েছেন, এ ধরনের শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছয় গুণ বেশি। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল জানায়, শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত পাঁচ বছর বয়সী বা তার বেশি ১ লাখের বেশি শিশুকে টিকার আওতায় আনা উচিত। বর্তমানে, ১২ বছরের নিচের শিশুদের টিকা দেওয়ার বিষয়টি অনেক দেশেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। এমনকি তাদের অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট থাকলেও টিকা দেওয়া হচ্ছে না। যেসব শিশুদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে তাদের বিষয়ে ১০ জন টীকা বিষয়ক পরামর্শকের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এসব পরামর্শক এ ধরনের শিশুদের টিকার অনুমোদনের বিষয়ে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের শিশুদের শ্বাসকষ্টে ভোগার বিষয়টি অনেকটা সাধারণ ব্যাপার। সেখানে ১১ লাখ শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা ৬৮ লাখ। করোনার মতো অন্যান্য ভাইরাসের কারণে শ্বাসযন্ত্রের এই সমস্যা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে।

শীতকালে ছেলেরা ত্বকের পরিচর্যা করুন এইভাবে, ত্বক হবে কোমল ও মসৃণ

শীতকালে ত্বকের যত্নে সব মেয়েরাই ময়েশ্চারাইজার, বডি লোশন ব্যবহার করেন। কিন্তু ছেলেরা ত্বকের খুব একটা যত্ন নেন না। ফলে ত্বক আরও শুষ্ক রুক্ষ হয়ে ওঠে। শীতের সময় ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে ত্বক ফেটে যায়, তাই ত্বকের যত্নে পুরুষদেরও ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক, শীতকালে ছেলেরা ত্বকের যত্ন নেবেন কীভাবে।

ময়েশ্চারাইজার শীতের মরসুমে ত্বক শুষ্ক-রুক্ষ ও প্রাণহীন হয়ে ওঠে। তাই এই সময় ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে ময়েশ্চারাইজার লাগান। সাধারণত ছেলেরা শীতকালে ত্বকের যত্ন নেওয়া খুব বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না, যার কারণে তাদের ত্বক রুক্ষ ও প্রাণহীন দেখায়। শীতকালে ফ্রেশ ত্বক পেতে চাইলে মুখে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। ঠোঁটে ভ্যাসলিন লাগান শীতকালে কেবলমাত্র মুখ-হাত-পায়ের ত্বকই নয়, ঠোঁটও ফাটতে শুরু করে। তাই শুষ্ক ঠোঁট নরম ও মসৃণ করতে ভ্যাসলিন ব্যবহার করা উচিত। ঠোঁট নরম রাখতে শীতকালে বেশি করে জল পান করুন। ঠোঁটের আর্দ্রতা ধরে রাখতে ঠোঁটে ভ্যাসলিন বা লিপ বাম লাগান। সানস্ক্রিন শীতকালে মানুষ রোদে বসে থাকতে বেশি পছন্দ করে। আর রোদে থাকার ফলে ত্বকে ট্যান পড়ে যায়। তাই শীতকালেও ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। পুরুষদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে মুখে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। ফেস ওয়াশ ব্যবহার করুন ছেলেরা প্রায়ই মুখ ধোওয়ার জন্য সাবান ব্যবহার করে থাকে। সাবান ব্যবহার করলে ত্বক রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায়। শীতের সময় মুখে সাবানের পরিবর্তে ফেস ওয়াশ ব্যবহার করা উচিত। ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোওয়ার পর মুখে ময়েশ্চারাইজার লাগান। বডি লোশন মুখের পাশাপাশি শীতে শরীরকেও হাইড্রেট রাখা জরুরি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে বডি লোশন ব্যবহার করতে হবে। বডি লোশন ব্যবহার করলে ত্বক হাইড্রেট থাকে।

পনিরের এই সাধারণ রেসিপিই অনেকের পছন্দের তালিকায় প্রথমে থাকে

পনিরের রেসিপি সব সময়ই আমাদের মন ভাল করে দিতে পারে। পনিরকে স্বাস্থ্যকর খাবারের তালিকার মধ্যেই ধরা হয়। এমনকি পনিরকে নিয়ে অনেক রকমের ভাল ভাল রেসিপি তৈরি করা যায় খুব সহজেই। অনেকেই মনে করেন, পনিরের জন্য আলাদা করে খরচ করার কি মানে! কিন্তু পনিরের স্বাদে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আজ, সাধারণ মটর পনিরের এই রেসিপি দেখে নিন। এই রেসিপি খুব সাধারণ মানের কিন্তু শুধুমাত্র পনিরের জন্যই অসাধারণ সুন্দর হয়ে যায়।

উপকরণ: ২০০ গ্রাম পনিরপরিমাণ মতো কড়াইশুঁটি পরিমাণ মতো তেল একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি দেড় চা চামচ আদা-রসুন পেস্ট ২ টো মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি স্বাদ মতো নুন দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা দেড় চা চামচ জিরে দেড় চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো ২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ গরম মশলা ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো জল

পদ্ধতি:

গ্যাসে প্যান বসিয়ে ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে নিন। তাতে একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। হালকা করে ভাজলেই হবে।

পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে তাতে দেড় চা চামচ আদা-রসুন পেস্ট দিয়ে মেশান ভাল করে। তারপর তাতে ২টো মাঝারি সাইজের টমেটো কুচি দিন। এবার নুন দিয়ে নাড়তে থাকুন, তাহলে টমেটো দ্রুত গলে যাবে। তাতে দুটো কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। ২-৩ মিনিট ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। টমেটো পুরোপুরি গলিয়ে ফেলবেন না, হালকা নরম হলেই হবে।

এবার পেঁয়াজ-টমেটোর এই মিশ্রণটি গ্যাস থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। তারপর ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালভাবে পেস্ট বানিয়ে নিন।

আবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে ২ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দেড় চা চামচ জিরে ফোড়ন দিন। তারপর তাতে দেড় চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে পেঁয়াজ-টমেটোর পিউরিটা ঢেলে ভাল করে মেশান। কিছুক্ষণ নেড়ে নিয়ে তাতে ২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো ও হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে দিন। তারপর ২-৩ মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। ঢাকনা খুলে মশলাটি ভাল করে নাড়তে থাকুন। আঁচ বাড়িয়ে প্রায় ৫-৭ মিনিট নাড়তে থাকুন, মশলার কালার আরও ডার্ক হবে এবং মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসবে।

দাঁত ব্রাশের পরপরই যা করা উচিত না

ব্রাশ করার পরপরই মাউথওয়াশ ব্যবহার করা দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। দাঁতের সুস্থতায় ব্রাশ করার পরপরই মাউথওয়াশ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেন দাঁত বিশেষজ্ঞরা।

লন্ডন-ভিত্তিক দাঁতের চিকিৎসক আনা পিটারসনের একটি টিকটক ভিডিও সম্প্রতি 'ভাইরাল' হয়েছে।

কারণ তিনি পরামর্শ দিতে গিয়ে ওই ভিডিওতে বলেছেন, "দাঁত ব্রাশ করার পরপরই যারা মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন, তারা ভুল রুটিন অনুসরণ করছেন।"

বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তার উদ্ধৃতি দিয়ে আরও জানানো হয়, ব্রাশ করার আগে বা খাওয়ার পরে মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল হেল সার্ভিস (এনএইচএস)' অনুযায়ী, "ফ্লোরাইড সমৃদ্ধ মাউথওয়াশ ব্যবহার দাঁতের ক্ষয়রোধ করতে সহায়ক। কিন্তু ব্রাশ করার পরপরই মাউথওয়াশ সরাসরি ব্যবহার ঠিক নয়।"

দাঁত ব্রাশের পরপরই মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে ফ্লোরাইড উঠে যায়

এনএইচএস'য়ের মতে, "দাঁত ব্রাশ করার পরপরই মাউথওয়াশ ব্যবহার খারাপ অভ্যাস। কারণ এর ফলে দাঁতে লেগে থাকা টুথপেস্টের ফ্লোরাইড ধুয়ে যায়।" পিটারসন বলেন, "মাউথওয়াশে থাকা ফ্লোরাইডের পরিমাণ টুথপেস্টের চেয়ে কম। মাউথওয়াশে থাকা ফ্লোরাইড খাবার বা পানীয়তে থাকা চিনির কারণে হওয়া দাঁতের ক্ষতি কমানোর জন্য যথেষ্ট না।" তাই, দাঁত ব্রাশ করার পরে সরাসরি মাউথওয়াশ ব্যবহার করা মানে হল কম ফ্লোরাইডের যৌগ দিয়ে বেশি যৌগের ফ্লোরাইড ধুয়ে ফেলা। ফ্লোরাইড দাঁতের জন্য উপকারী তাই তা ধুয়ে ফেলা ঠিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'হেললাইন' অনুযায়ী, ফ্লোরাইড দাঁতের দুর্বল এনামেল পুনর্গঠনে সহায়তা করে। দাঁতের এনামেলের খনিজের ক্ষয় ধীর করে। দাঁতের ক্ষয় কমায়। আর ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

মাউথওয়াশ সবার জন্য প্রয়োজনীয় নয় পিটারসনের মতে, "সকলের মাউথওয়াশ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। তবে উপযুক্ত সময়ে তা ব্যবহার করা উপকারী।" শিকাগো'র 'ওয়েস্ট অ্যান্ড ডেন্টাল' ক্লিনিকের তথ্যানুসারে, নিয়মিত মাউথওয়াশ ব্যবহার দাঁতের সাময়িক সমস্যা, ক্যাভিটি কমায় ও দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। দাঁত বিশেষজ্ঞদের মতে, মাউথওয়াশ ব্যবহার দাঁতের সংবেদনশীলতা, মুখের শুষ্কতা কমাতে কার্যকর।

মাউথওয়াশ ব্যবহারের ৩০ মিনিটের মধ্যে কিছু খাওয়া ঠিক না 'এনএইচএস' নির্দেশনা দেয়, খাবার খাওয়া বা পানি পানের ৩০ মিনিটের মধ্যে ফ্লোরাইডযুক্ত মাউথওয়াশ ব্যবহার করা ঠিক না। আর দাঁত বিশেষজ্ঞরা খাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে দাঁত ব্রাশ করা নিষেধ করেন। নিউ ইয়র্ক'য়ের 'রিজিউভেনেইশন ডেন্টিসট্রি'র ডেন্টাল সার্জন জিনি গ্রেকো বলেন, "হজম মুখ থেকেই শুরু হয় এবং অ্যাসিডিক পরিবেশ তৈরি করে। তাই খাওয়ার পরপরই দাঁত মাজা ক্ষতির কারণ হতে পারে।" টেক্সাস'য়ের 'হার্সট পেডিয়াট্রিক ডেন্টিস্ট্রি'র কর্ণধার মালিক ডেন্টাল মেডিসিনের চিকিৎসক জিন লিন ব্যাখ্যা করেন, "চিনি বা সাধারণ শর্করা সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার সময় মুখের ব্যাক্টেরিয়া সেখান থেকে নিজের খাবার সংগ্রহ করে অ্যাসিড উৎপাদন করে।"

সিপিআইএম (এম-এল) লিবারেশন ত্রিপুরা রাজ্য নেতৃত্বরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

স্বনির্ভর ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার মূল স্বরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন নেই : প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আত্মনির্ভর ভারত হল সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মৌলিক স্বরূপ, যেখানে আমরা কারও উপর নির্ভরশীল হব না। মঙ্গলবার আইআইটি কানপুরের ৫৪ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি কতটা প্রয়োজন তাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেছেন, 'এই যুগ, এই একবিংশ শতাব্দী সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি চালিত। এই দশকেও প্রযুক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধিপত্য বাড়াতে চলেছে। প্রযুক্তি ছাড়া জীবন এখন এককথায় অসম্পূর্ণ। এটি জীবন এবং প্রযুক্তির প্রতিযোগিতার যুগ এবং আমি নিশ্চিত আপনারা অবশ্যই এক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'সম্মাননা পাওয়া সমস্ত শিক্ষার্থীদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আপনারা আজ যেখানে পৌঁছলেন, যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তা আপনাদের বাবা-মা, পরিবারের সদস্য এবং আপনাদের শিক্ষকদের জন্য অর্জন করেছেন। আপনারা যখন এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন তখন থেকেই আপনাদের অবশ্যই নিজেদের মধ্যে একটি বিশাল রূপান্তর অনুভূত হয়েছিল। প্রথমে নিশ্চয়ই অজানা ভয় ছিল। আইআইটি কানপুর আপনাকে এর থেকে বের করে এনেছে এবং আপনাকে একটি বিশাল ক্যানভাস দিয়েছে।'

শিক্ষার্থীদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান, 'অমৃত মহোৎসবের এই মুহূর্তে আপনারা যখন আইআইটি-র উত্তরাধিকার নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তখন সেই স্বপ্নগুলিও নিয়ে যাবেন ২০৪৭ সালে ভারত কেমন হবে। আগামী ২৫ বছরে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার লাগাম আপনাদের হাতে নিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার এই ৭৫ তম বছরে আমাদের ৭৫টিরও বেশি ইউনিকর্ন রয়েছে, ৫০ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ রয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ মাসে ১০ হাজার স্টার্টআপ এসেছে।...কে না চাইবে যে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠুক, ভারতের পণ্যগুলি বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠুক। যিনি আইআইটি-কে জানেন, এখানকার প্রতিভা জানেন, এখানকার অধ্যাপকদের কঠোর পরিশ্রম জানেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে আইআইটি-এর যুবকরা অবশ্যই এটি করবে।'

দিল্লিতে বন্ধ সিনেমা হল, জিম, হলুদ সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে বন্ধ হয়ে গেল সিনেমা হল, জিম। জারি হল হলুদ সতর্কতা।পাশাপাশি রাজধানীতে নৈশ কার্ফু জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপ সরকার। নৈশ কার্ফু রাত ১১টা থেকে পরের দিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত।

মঙ্গলবার দুপুরে সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।

হলুদ সতর্কতার পাশাপাশি আপ সরকার একাধিক পদক্ষেপ করতে চলেছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মল খোলা থাকবে। তবে সেটা সকাল ১০টা থেকে আটটা পর্যন্ত।মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, 'পরপর দু'দিন পজিটিভিটি রেট ০.৫ শতাংশ থাকায় এই পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। আরও কিছু পদক্ষেপ করা হবে। সেই সব পদক্ষেপ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সরকার গৃহীত পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।' দিল্লিবাসীর প্রতি তাঁর আবেদন 'মাস্ক ব্যবহার করুন। মেনে চলুন সামাজিক দূরত্ববিধি। এড়িয়ে চলুন সব ধরনের জমায়েত।'

নৈশ কার্ফুর পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। স্কুলের শীতকালীন ছুটিও এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের শীতকালীন ছুটি শুরু হবে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই। ছুটি ১৫ দিনের।দোকান খোলা থাকবে একদিন অন্তর একদিন। মেট্রো এবং বাস চলবে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে। বাজার খোলা থাকবে। তবে মাত্র ৫০ শতাংশ দোকানদার দোকান খোলার অনুমতি পাবেন।

মল খোলা থাকবে সকাল ১০ টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। বিয়ের অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও জারি হবে একাধিক নিষেধাজ্ঞা।উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতোমধ্যে মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্য নৈশ কার্ফু জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সপা-কে তীব্র আক্রমণ অমিত শাহের, বললেন মাফিয়া নির্মূল হয়েছে উত্তর প্রদেশে

হারদোই, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হারদোইয়ের জনসভা থেকে সমাজবাদী পার্টিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস ও বহুজন সমাজ পার্টিকে। অমিত শাহ দাবি করেছেন, মাফিয়ারাজ নির্মূল হয়েছে উত্তর প্রদেশে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের হারদোইয়ের জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'বিগত ৫ বছর ধরে উত্তর প্রদেশে যোগীজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার চলছে। ৭ বছর ধরে, মোদীজির নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপির সরকার চলছে। সমগ্র উত্তরপ্রদেশ থেকে মাফিয়াদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।"

অমিত শাহ এদিন সপা-কে আক্রমণ করে বলেছেন, সমাজবাদী পার্টিতে এ, বি, সি, ডি উল্টো। তাঁদের এ-র অর্থ অপরাধ ও আতঙ্ক। বি-এর অর্থ ভাতিজাবাদ, সি মানে করাপশন (দুর্নীতি) ও ডি-র অর্থ দাঙ্গা।' অখিলেশকে বিঁধে তিনি বলেছেন, 'কয়েকদিন আগে আয়কর দফতর অভিযান চালিয়েছিল। ভাই অখিলেশ ভাবেন অভিযান কেন চালানো হচ্ছে, তিনি বলেন রাজনৈতিক বিদ্বেষে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। এখন তাঁরা উত্তর দিতে পারছেন না, নগদ ২৫০ কোটি মিলেছে, কেউ আমাকে একটু বলুন এই ২৫০ কোটি টাকা কার!'

রামমন্দির প্রসঙ্গ টেনে এনে অমিত শাহ বলেছেন, 'সপা, বসপা এবং কংগ্রেস ভগবান শ্রী রামের মন্দির নির্মাণ বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, আমি আজ তাঁদের বলতে এসেছি যে, আপনারা যদি পারেন, যতটা শক্তি লাগাতে পারেন বন্ধ করে দেখান। কয়েক মাসের মধ্যেই তৈরি হতে চলেছে ভগবান শ্রী রামের বিশাল মন্দির।'

দিল্লিতে হেনস্থা, প্রতিবাদে বর্ধমানে বিক্ষোভ জুনিয়র চিকিৎসকদের

বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় বিক্ষোভে সামিল হলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার বর্ধমান হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে আন্দোলনে সামিল হন ওই চিকিৎসকরা। হাতে পোস্টার নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলনে নামেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি দিল্লীতে তাদের সহ কর্মীদের ওপর অন্যায় ভাবে লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে গোটা রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন চলছে বলে জানান তাঁরা।এক আন্দোলনরত চিকিৎসক বলেন, "এই দুই বছর ধরে করোনায় যেভাবে একের পর যে ভাবে চিকিৎসক মারা গিয়েছেন এত সৈনিক হয়ত যুদ্ধেও মারা যাননি। যখন যেভাবে বলা হয়েছে চিকিৎসকরা এগিয়ে এসেছেন। তারপরও আমাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, চিকিৎসকরা বারবার বলে এসেছেন যে হাসপাতালে আরও চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে মানুষের সুবিধার জন্য। কিন্তু সরকার কোনও কথাই কানে তুলছে না। যেবাবে চিকিৎকদের মারধর করা হয়েছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এর জন্য ধিক্কার। এর আগেও আমরা প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু কোনও কথা কেউ কানে তুলছে না। আসলে সরকারকে বোঝানো উচিৎ যে কোনও ডাক্তারদের গায়ে হাত তুললে প্রতিটি ডাক্তার এগিয়ে সহায়তা করতে। " এদিকে, জুনিয়র ডাক্তারদের এই বিক্ষোভের ফলে আংশিকভাবে ব্যহত হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা। যদিও আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি জরুরী পরিষেবা বিভাগ স্বাভাবিক রয়েছে তবে এই আন্দোলনের ফলে অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রে সমস্য হতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুই টিকা ও ওষুধকে ছাড়পত্র, ভারতকে অভিনন্দন মনসুখের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও দুই টিকা কোভোভ্যাক্স ও কোরবেভ্যাক্সকে ভারতে ব্যবহারের ছাড়পত্র দিল ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)। এর সঙ্গেই অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ মলনুপিরাভিরকে করোনা আক্রান্ত রোগীদের বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। টিকা দু'টি কেন্দ্রীয় সংস্থার বিশেষজ্ঞ প্যানেলের বিবেচনাধীন ছিল। সোমবারই ওই বিশেষজ্ঞ প্যানেল চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য পাঠায়।

মঙ্গলবার সকালে দু""টি টিকা ও ওষুধকে ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়টি টুইট করে জনিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। টুইটারে মনসুখ জানিয়েছেন, 'অভিনন্দন ভারত। কোভিড-১৯ বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও মজবুত করতে একদিনে কোভোভ্যাক্স টিকা, কোরবেভ্যাক্স টিকা ও অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ মলনুপিরাভিরকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।'

বিজেপিতে যোগ দিলেন দীনেশ মুঙ্গিয়া, একঝাঁক নেতাও সামিল গেরুয়া শিবিরে

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ মুঙ্গিয়া। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের উপস্থিতিতে বিজেপি যোগ দিয়েছেন দীনেশ মুঙ্গিয়া। বিজেপির যোগ দেওয়ার পর প্রাক্তন ক্রিকেটার দীনেশ মুঙ্গিয়া জানিয়েছেন, 'বিজেপিতে যোগ দিয়ে পঞ্জাবের জনগণের সেবা করতে চাই আমি। দেশের উন্নয়নে বিজেপির চেয়ে ভালো কাজ করতে পারে এমন কোনও দল নেই।'

শুধুমাত্র দীনেশ মুঙ্গিয়া নন, এদিন গেরুয়া শিবিরে সামিল হয়েছেন একঝাঁক নেতা। বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ফতেহ বাজওয়া, অকালি দলের প্রাক্তন বিধায়ক গুরতেজ সিং গুধীয়ানা। এছাড়াও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজদেব সিং খালসা, অবসরপ্রাপ্ত এডিসি এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের আইনজীবী মধুমিত।

টিকাকরণ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক ভূষণের, নানা বিষয়ে বিশদ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী প্রথম সারির কোভিড-যোদ্ধা ও ৬০-ঊর্ধদের টিকাকরণ নিয়ে মঙ্গলবার পর্যালোচনা বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। টিকাকরণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, টিকাকরণের জন্য কো-উইন অ্যাপে নথিভুক্ত করতে হবে। আধার কার্ড না থাকলে স্কুলের আইডি কার্ড দিয়েও নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে টিকাকরণ-সহ নানা বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। কোভিডের নয়া প্রজাতি ওমিক্রন নিয়েও সম্ভবত আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এবার করোনায় আক্রান্ত তৃণমূল সাংসদ লুইজিনহো ফ্যালেইরো

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত তৃণমূলের রাজ্যসভার আরও এক সাংসদ। ডেরেক ও'ব্রায়েনের পর এবার করোনায় আক্রান্ত লুইজিনহো ফ্যালেইরো। বর্তমানে তিনি বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে টুইট করেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ লুইজিনহো ফ্যালেইরো। জানান, করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে বর্তমানে বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন। যাঁরা গত কয়েকদিনে সাংসদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের করোনা পরীক্ষার পাশাপাশি আগাম সতর্ক হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন লুইজিনহো।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালেই প্রকাশ্যে এসেছে রাজ্যসভার আরও এক তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর। এদিন টুইট করে করে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। সামান্য উপসর্গ রয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। ফলে বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন। পরপর রাজ্যসভার দুই সাংসদ করোনা আক্রান্ত হওয়ায় চিন্তা বেড়েছে ঘাসফুল শিবিরের।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৌরভের অসুস্থতার প্রেক্ষিতে টুইট দেব ও শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় করোনা আক্রান্ত হওয়ায় টুইট করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অভিনেতা দেব। শুভেন্দুবাবু টুইটারে লিখেছেন, "বিসিসিআই-এর সভাপতি এবং প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির সুস্থতা এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। তিনি কোভিড পরীক্ষার পজিটিভ হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।" দেব টুইটারে লিখেছেন, "সৌরভ গাঙ্গুলিকে কোভিড পজিটিভ ঘোষণা করার পরে অনেক ফোন এসেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমিও আজ কোভিড পরীক্ষা করেছি। ফলাফল নেগেটিভ। উদ্বেগ প্রকাশের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা নিরাপদ আছি। প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। সোমবার সকালেই প্রাথমিক পরীক্ষায় সৌরভের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পরে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা করানো হয়। তাতেও রিপোর্ট পজিটিভ আসে বলে বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রের খবর। তবে সৌরভ অসুস্থ হলেও তাঁর স্ত্রী ডোনা এবং কন্যা সানার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে সৌরভের ভাইরাল লোড ১৯.৫।

কেরলে ভ্যান ও লরির সংঘর্ষে মৃত্যু ৪ মৎস্যজীবীর, আহত কমপক্ষে ২৭ জন

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কেরলের কোল্লাম জেলায় ভ্যান ও লরির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন মৎস্যজীবী। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৭ জন। সোমবার গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোল্লাম জেলার চাভারা এলাকায়। দুর্ঘটনায় আহত ২৭ জনের মধ্যে দু'জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। প্রত্যেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাছ ধরার জন্য সোমবার গভীর রাতে ভ্যানে চেপে বেইপোর হারবারে যাচ্ছিলেন ৩৪ জন মৎস্যজীবী। সেই সময় নীনডাকার ফিসিং হারবার অভিমুখে যাচ্ছিল একটি লরি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি ধাক্কা মারে ভ্যানে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪ জনের। মৃত মৎস্যজীবীদের নাম-বিজু (৩৫), জাস্টিন (৫৬), বেরচুমান (৪৫) ও করুণাবরম (৫৬)। ৩৪ জনের মধ্যে ১২ জন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। ২৭ জনের মধ্যে দু'জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় তিরুবনন্তপুরমের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কানপুর মেট্রোরেল প্রকল্পের বাকি অংশের উদ্বোধন, মেট্রো চড়লেন প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের বাকি অংশের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কানপুর মেট্রোরেল প্রকল্পের এই অংশ আইআইটি কানপুর থেকে মোতি ঝিল পর্যন্ত বিস্তৃত। উদ্বোধনের পর আইআইটি মেট্রো স্টেশন থেকে গীতা নগর পর্যন্ত মেট্রোতেও যাত্রা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি ৩২ কিলোমিটার বিস্তৃত। ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে। কানপুর মেট্রো রেল প্রকল্পের পরিদর্শন ও উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন বিনা-পাঙ্কি মাল্টিপ্রোডাক্ট পাইপলাইন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সর্বপ্রথম আইআইটি কানপুরের ৫৪ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাংলাদেশে লঞ্চে আগুন, মিলল আরও দু'জনের দেহ

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : গত সপ্তাহেই বাংলাদেশে ঘটেছিল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অভিযান ১০ লঞ্চে লেগেছিল মারাত্মক আগুন। অনেক লোক প্রাণ হারানোর পাশাপাশি নিখোঁজও হয়েছিলেন অনেকে।মঙ্গলবার, ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আরও দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে উপকূলরক্ষী ও অসামরিক প্রতিক্ষা বিভাগের ডুবুরি দল। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ, এক কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার করে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। তার পরিচয় জানা যায়নি। উদ্ধারের পরই তার দেহ লঞ্চঘাটে নিয়ে আসা হয়। এদিন সকালেই ৩০ থেকে ৩২ বছর বয়সী আরও এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, তাঁর মুখের অনেকটাই আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে গত দুই দিনে সুগন্ধা ও বিষখালী নদী থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ নিয়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের মোট সংখ্যা ৪১ হয়েছে। অন্যদিকে, সোমবার এই লঞ্চের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। নিখোঁজ এক যাত্রীর আত্মীয় মনির হোসেন, লঞ্চের মালিক, চালক সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

দিশপুরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-প্রাপ্ত জেলা বিজেপির নেতৃস্থানীয়রা মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ে জবুথবু, বক্তব্য কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিশপুরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-প্রাপ্ত জেলা বিজেপির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চাকরি হারানোর ভয়ে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করছেন। আমার তো কোনও ভয় নেই। তা-হলে আমি কেন চুপ থাকব? জেলা বিজেপির মেরুদণ্ডহীন নেতাগণ এবার দিশপুরের নির্দেশে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছেড়ে এক নতুন নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেছেন। দলীয় জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আজ সোমবার আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এভাবেই করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি নেতাদের সরাসরি আক্রমণ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

শুধুমাত্র মেরুদণ্ডহীন ও অকর্মণ্য নয়, জেলা বিজেপি নেতাদেরকে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি দালাল বলে সম্বোধন করেছেন কমলাক্ষ। বলেন, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস সহ জেলা বিজেপির অন্যান্য নেতৃবর্গ চাকরি হারানোর ভয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ে জবুথবু। মুক্যমন্ত্রীকে তাঁরা ভয় করলেও, আমি কাউকে ভয় করি না। প্রয়োজনে জেলে যেতেও প্রস্তুত। তবুও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিজের ভাষা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাব। এক্ষেত্রে কোনও ধরনের কম্প্রমাইজ করার প্রশ্নই ওঠে না। স্থানীয় বিজেপি নেতারা কেউ চাকরি হারাবার ভয়ে, নয়তো কেউ জমি-দালালির ভয়ে মুখ না খুললেও, নিজের ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে আমার লড়াই অব্যাহত থাকবে বলে সাংবাদিক বৈঠকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শেষে নিজ কেন্দ্র করুমগঞ্জে ফিরেই সাংবাদিক বৈঠকে শাসকদলের বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস সহ শাসক দলের জেলাস্তরীয় অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম ধরে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে কমলাক্ষ বলেন, একজন পদ হারাবার ভয়ে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী প্রত্যাহারের কথা বলছেন। অন্যজন সবকিছু দেখেশুনেও চোখমুখ বন্ধ করে বসে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন, যে সিদ্ধান্তই নিচ্ছেন এ সবের কোনও ভালোমন্দ বিচার না করে। শাসক দলের জেলা নেতৃত্ব শুধুমাত্র জি হুজুর জি হুজুর করে চলছেন।

কমলাক্ষ আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বরাকের মানুষের জন্য নানা উন্নয়নমুখী প্রকল্পের বাণী শোনালেও বাস্তবে সবকিছুই অশ্বডিম্বসার। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার আগে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বরাক সফরে এসে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে এই উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চিত রেখে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রার্থীদের নিয়োগ দিয়ে বরাকে পাঠিয়েছেন বলেও ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন কমলাক্ষ।

বিধায়ক বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে প্রশ্ন রেখেছিলাম। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেছেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের ট্যাক্সের টাকা এই উপত্যকার উন্নয়নেও খরচ হয়। তাই কে কোথায় চাকরি করল সেটা বড় ব্যাপার নয়। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর এই জবাবেরও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন কমলাক্ষ। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, সাহস থাকলে বরাকের বেকার যুবক-যুবতীদের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিযুক্তি দিয়ে দেখান। আসলে বিজেপি সরকার কোনও ভাবেই বরাক উপত্যকার মানুষের ভালো চায় না বলেও অভিযোগ করেন কমলাক্ষ। সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক এই জেলা সহ বরাকের যুবক-যুবতীদের প্রতি চরম বৈষম্য দেখেও না দেখার ভান করে দিব্যি চুপ করে বসে আছেন সুব্রত ও মিশনবাবুরা।

ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কমলাক্ষ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, সাহস থাকলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁর জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে দেখান। তা-হলে যতদিন বিধায়ক থাকব কোনও দিন দেহরক্ষী নেবেন না বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন কমলাক্ষ। আসলে সবকিছুই নাটক। বিজেপি শাসনামলে রাজ্যের কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাই নিজেদের ব্যর্থতা থেকে রাজ্যবাসীর নজর সরাতে মুখ্যমন্ত্রী এক নতুন নাটক রচনা করেছেন বলেও কটাক্ষ করেন কমলাক্ষ।

রাজ্যেবাসী হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার সেদিকে কোনও নজর নেই। আর মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে গিয়ে সুব্রতবাবুর মতো নেতারা জি হুজুর জি হুজুর করছেন। আসলে নিজদের দালালি টিকিয়ে রাখতে ভয়ে এ সব কাজ করছেন শাসকদলের নেতারা। বিধায়ক বলেন, নিজের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই করতে গিয়ে যদি জেলে যেতে হয় তাতেও রাজি। প্রাণের ভয়ে কিংবা অন্য কিছু হারাবার ভয়ে অস্তিত্বের লড়াই থেকে একটুও সরতে তিনি নারাজ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পুলিশ বাহিনীর ভয়ও তাঁকে দমাতে পারবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেন। জেলা বিজেপির নেতারা নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে মুখে কলুপ এঁটে বসে থাকলেও, নিজের ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার হুঙ্কার দেন প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সতু রায়, সাধারণ সম্পাদক প

ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যা মন্দিরের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানায় ছাত্রছাত্রীরা।

জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া ও যুব উৎসব অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর।। জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া ও যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গোমতি জেলা সদর উদয়পুরে।গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবের শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিৎ দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা পরিষদের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক স্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান শুক্লা মজুমদার, মাতাবাড়ি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ সৌরভ দাস, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল প্রমুখ। জেলা ভিত্তিক এই যুব উৎসবে গোমতী জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মহকুমা থেকে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করলেও শিল্পীর থেকে দর্শকদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। যুব উৎসবে দর্শক আসনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কম হওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রচারের কৌশলকে দায়ী করেছেন। যেখানে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন এই ধরনের যুব উৎসব কে সুন্দর ভাবে সফল করার জন্য সেখানে দপ্তরের গাফিলতির কারণেই এই ধরনের ছন্নছাড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো গোমতী জেলার উদয়পুরে। কোন ধরনের প্রচার অভিযান করতে দেখা যায়নি গোমতী জেলার ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরকে। সব মিলিয়ে কোনোক্রমে নমো নমো করে সমাপ্ত হলো উদয়পুরে গোমতি জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ছি:ছি: রব উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিপাহাজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর।। গোকুলনগর কাজারিয়া কমিউনিটি হল ঘরে মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সিপাহীজলা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন ছন্দা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, সহ অন্যান্য যুব ও ক্রীড়া দপ্তর আধিকারিকরা।

জামজুড়িতে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনা। একের পর এক পথ দুর্ঘটনায় উদ্বিগ্ন সাধারন মানুষ। এবারের সড়ক দুর্ঘটনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি মরা চৌমূহনী এলাকায়। বাইক ও বুলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনা মঙ্গলবার বিকেলে উদয়পুর জামজুড়ি মরা চৌমুহনীতে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় , বুলেরো গাড়িটি উদয়পুর থেকে খড় নিয়ে জামজুরি দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় জামজুড়ি বাজারের দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের কবলে পড়ে। দুর্ঘটনার সাথে সাথে সড়কের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে দেখা যায় বাইকে থাকা দুই যুবক। বাইক ও গাড়ির গতি এতো বেশি ছিলো যে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে দুর্ঘটনার কবলে দুমড়ে-মুচড়ে পরে বাইকটি। দুর্ঘটনার সাথে সাথে মরা চৌহমুনীতে থাকা আশপাশের দোকানের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে খবর দেয় দমকল দপ্তরে । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ২ বাইক চালককে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উদয়পুর টেপানিয়া জেলা গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। খবর লেখা অব্দি আহত বাইক চালক ও বাইক আরোহী সহ বর্তমানে আহত দুজন যুবক টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিনের দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে মরা চৌহমুনি এলাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক ব্যাবস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

২০২১-এর ফ্ল্যাশব্যাকে ত্রিপুরার বিবিধ-ক্ষেত্র বিষয়ক কয়েকটি খবর

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বহু ঘটনার সাক্ষী রেখে একটি বছর সমাপ্ত হতে চলেছে। নতুন বছরের অপেক্ষায় ফিরে দেখা অতীতের ঘটনাবলি। ২০২১-এর ফ্ল্যাশব্যাকে রাজ্যের বিবিধ-ক্ষেত্র বিষয়ক কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলোর কয়েকটি ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার...

২ জানুয়ারি : চাকরিচ্যুত শিক্ষক উত্তম ত্রিপুরা-র আত্মহত্যা। তাঁর স্ত্রী স্বামীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আগেই চিতার মধ্যে শুয়ে, স্বামীর সাথে চিতায় পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য চিৎকার করে আবেদন করতে থাকেন।

১২ জানুয়ারি : ত্রিপুরায় চারজন এনএলএফটি সন্ত্রাসবাদীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের সাথে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং চাঁদার রশিদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। এ বছরে বহু সংখ্যক সন্ত্রাসবাদী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

১৯ এপ্রিল : ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন নতুন আঞ্চলিক জনজাতি দল "তিপ্রা মথা"র নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিয়েছেন।

৭ জুলাই : এই প্রথম ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

১৪ জুলাই : ত্রিপুরায় নয়া রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন সত্যদেব নারায়ণ আর্য।

৩ অগস্ট : ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত হামলায় বিএসএফ-এর একজন এসআই ভুরু সিং এবং কনস্টেবল রাজ কুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শহিদ হয়েছেন।

৩১ আগস্ট : ত্রিপুরায় বিজেপি আইপিএফটি মন্ত্রিসভায় নতুন তিন মন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তি।

৮ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরায় সিপিএম রাজ্য কমিটির অফিস সহ সারা রাজ্যে দলীয় অফিস এবং সংবাদ মাধ্যমের অফিসে অগ্নিসংযোগ এবং ভাঙচুর।

১৬ সেপ্টেম্বর : সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ-এর মৃত্যু।

২৪ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরা বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

৬ অক্টোবর : উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুকে আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নাগরিক সংবর্ধনা।

১১ অক্টোবর : ত্রিপুরা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক, সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর-এর মৃত্যু।

২৯ অক্টোবর : রাজ্যে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃ প্রণোদিত জনস্বার্থ মামলা নিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

৩ নভেম্বর : সাংবাদিক শ্যাম মীরা সিংহ এবং দুই আইনজীবী সহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে এজাহার করা করে রাজ্য পুলিশ।

২৭ নভেম্বর : মানসিক ভারসম্যহীন ব্যক্তির নৃশংসতার শিকার হয়েছেন দুই শিশুকন্যা, বড় ভাই এবং পুলিশ আধিকারিক সহ পাঁচজন।

২৮ নভেম্বর : ত্রিপুরায় সমস্ত পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার।

৪ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এর পঞ্চম ব্যাটালিয়নের দুই আধিকারিকের মৃত্যু সহকর্মীর গুলিতে।

৮ ডিসেম্বর : আগরতলা পুর নিগম মেয়র সহ পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ।

জিরানিয়ার অগ্নিবীণা হলঘরে শুরু হলো 'ভারত কো জানো' উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয় সংহতি প্রচারের জন্য আজ মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জিরানিয়ার অগ্নিবীণা হলঘরে শুরু হলো 'ভারত কো জানো' উৎসব।

নর্থ ইস্ট জোন কালচারাল সেন্টার (এনইজেডসিসি) ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে "ভারত কো জনো" শৃঙ্খল উৎসবের আয়োজন করেছে।

অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ওড়িশা এবং ত্রিপুরার স্থানীয় সাংস্কৃতিক দল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছে। 'ভারত কো জানো' উৎসবে শিল্পীরা তাদের লোকনৃত্য ও সংগীত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রদর্শন করছেন। অরুণাচল প্রদেশের রিখমপাদা ও জুজু জাজা নৃত্য, আসামের বিহু নৃত্য, ঝাড়খণ্ডের ছৌ নৃত্য, মণিপুরের থাং-তা এবং পুং ছুলাম, ওড়িশার ঘুডকা সম্বলপুরি নৃত্য, লোক ও উপজাতীয় সঙ্গীত এবং গান ও নৃত্যও পরিবেশিত হবে। লোকনৃত্য ও উপজাতীয় নৃত্যকে গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে পৌঁছানোর লক্ষ্যে 'জাতীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি' থিমের অধীনে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ অগ্নিবীণা হলে আমি উপস্থিত থেকে এই 'ভারত কো জানো' অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ভারতের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি খণ্ডে অসংখ্য মানুষ, যাঁদের নাম হয়তো বা ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেই তাঁরাই এই দেশ গড়েছেন, একে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ভারতবাসীরা বহু শতাব্দী ধরে তাঁদের মাতৃভূমি, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই দেশ শতাব্দী ধরে কখনই পরিত্যাগ করেনি। সে যতই জয় কিম্বা পরাজয় আসুক, কিন্তু মনের মন্দিরে লালন করে আসা স্বাধীনতার আর্তিকে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কখনও ফুরিয়ে যেতে দেয়নি ভারতীয়রা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস, রাণীর বাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতি অপর্ণা শুক্লদাস।

কাকড়াবন কালি কিশোর স্কুল মাঠে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার থেকে কাকড়াবন কালি কিশোর স্কুল মাঠে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বৃক্ষ রোপন করে ম্যাচের শুভ উদ্বোধন করেন গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়। বি জে পি কাকড়াবন মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার কালি কিশোর স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা সুর কালি কিশোর পঞ্চায়েতের প্রধান তপন দেব সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। ক্রিকেট ম্যাচ কে করে এলাকার যুবকদের মধ্যে আনন্দের বাতাবরন তৈরি হয়। ম্যাচ কে উদ্দেশ্য করে বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় বললেন - খেলাধুলা প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন , শারীরিক ও মানসিক চর্চা বৃদ্ধি করে এবং সুস্থতা ও সচল রাখে মানুষের কথা মাথায় রেখে কাঁকড়াবনে ওপেন জিম দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার এবং খেলাধুলার প্রতি যেভাবে এগিয়ে আসছে রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তাতে করে খেলাধুলা বিকাশ আরো বাড়বে এবং কালীকিশোর স্কুল মাঠকে কি ভাবে আরো উন্নয়ন করা যায় সে বিষয় পরিকল্পনা খুব সহসাই করা হবে বলে জানিয়েছেন।

পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের অফিস তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। পশ্চিম জেলায় তামাক মুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। জেলা শাসক ও সমাহর্তা পশ্চিম ত্রিপুরার কার্যালয় আজ থেকে তামাক মুক্ত সরকারী কার্যালয়। আজ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে এক পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ও সমহর্তার কার্যালয়ের সমস্ত বিভাগের ইনচার্জ ও আধিকারিক দের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আজ থেকে এই কার্যালয়ের অভ্যন্তরে কোনও আধিকারিক, কর্মী ও অতিথিরা কোন ধরনের তামাক জাত দ্রব্য গ্রহন করবে না এবং সংগ্রহ করে রাখবে না। সভা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলন এর মাধ্যমে এই সংবাদ জানিয়ে দেন, জেলা শাসক ও জেলা সমাহর্তা পশ্চিম ত্রিপুরা, দেবপ্রিয় বর্ধন।

২০৩০-এর মধ্যে ভারতে ব্যাপক কর্মসংস্থানে শামিল অ্যামওয়ে

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। পুষ্টি ও সুস্থতার ক্ষেত্রে পরিপূরক পণ্যের ক্ষেত্রে অ্যামওয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও বিশেষ নাম। প্রত্যক্ষ বিপণনের এই কোম্পানি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনা, প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার কাজ করে আসছে। বর্তমানে সংস্থার গ্লোবাল সিইও" মিলিন্দ পন্তের পরিকল্পনা অনুসারে এই কার্যক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছে অ্যামওয়ের। সেক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে এই উদ্ভাবনা, বিজ্ঞান, ডিজিট্যাল প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার বিশাল পদক্ষেপ। যার জন্য আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারত সহ গোটা বিশ্বে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে অ্যামওয়ে। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ও সুপ্রভাব ফেলার জন্য এই উদ্যোগ। বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশে অ্যামওয়ের বাজার রয়েছে, যার মধ্যে ভারতের বাজার অন্যতম। তাছাড়া অ্যামওয়ে প্রধানত যে তিনটি দেশে বেশি পরিমাণে ডিজিট্যাল ক্ষেত্রে, পুষ্টি, উদ্ভাবনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বিনিয়োগ করে থাকে, তার মধ্যে ভারতও রয়েছে। তাই ভারতে এই সব ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অ্যামওয়ে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ভারতীয় টাকায় প্রায় ১৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে।

এনিয়ে অ্যামওয়ের গ্লোবাল সিইও মিলিন্দ পন্ত জানিয়েছেন, বর্তমানে উদ্ভাবনা ও উদ্যোগকে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। আর এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যামওয়ের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, নতুন প্রজন্মকে অ্যামওয়ের সমস্ত সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের পথ সুগম করে দেওয়া। বিশেষ করে বর্তমান কাজের বাজারের যে চিত্র, তাতে নতুন প্রজন্ম ও মহিলা কর্মপ্রার্থীদের সামনে এই ক্ষেত্র একটা বিশেষ সম্ভাবনাময় পছন্দের। সেজন্য অ্যামওয়ের দুটি বিশেষ উদ্যোগও রয়েছে অ্যাম-ইয়ং এবং নারীশক্তি। ম্যাককিনসে সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ভারতকে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন করে ১৫ কোটির বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে তাই অ্যামওয়েও সহায়তা করতে চায়। আসলে সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যামওয়ে একটি শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চায়। কারণ অ্যামওয়ে সবার জন্য।

ক্ষয়ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে এবং ভয়ংকর আগুনের লেলিহান শিখা দেখে কেউ কনো জিনিস পএ বাচাতে পারেনি।কেননা আগুনের ত্রীবতা ছিল খুব বেশী।আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল গড় ও সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিস অফিসে খবর দেওয়া হয়ে ছে।আগুন লাগার সংবাদ শুনা মাএ দ্রুতগতিতে অগ্নি নির্বপক গাড়ি এসে ও গঠনাস্থলে পৌঁছতে পারিনি একমাএ সরু রাস্থা এবং রাস্থার অবস্থা বেহাল ছিল বলে।

ফায়ার সার্ভিস অফিসার ও কর্মকর্তাগন গাড়ি অনেকটাই দূরে রেখে পা হেঁটে মিজান মিয়ার বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ ও বিস্থারিত তথ্য জানেন সঞ্জিত কুমার দাস। তিনি জানান বাড়ি র মালিকের বিশাল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে ছেন। প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকা হবে। এমন কি জীবনের বহু মূল্য বান কাগজপত্রাদি ও পুড়ে ছাড় খাঁড়। ঘরের সমস্থ আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত।বাড়ির মালিক মিজান মিয়ার কান্নাভেজা অশ্রু নয়নে রহিমপুরের আকাশ বাতাস ভারী হচ্ছে।বিশালগড় ও সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিস দুটোই এসেছে কিন্তু দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটার দূর দূরান্ত থেকে এসে আগুন নেভাতে অসমভব। গোটা বক্সনগর এলাকার বাসীর দীর্ঘদিনের দাবী একটি ফায়ার সার্ভিস অফিস বসানোর জন্য।বক্সনগর যদি ফায়ার সার্ভিসে র অফিস থাকতো তা হলে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ই এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হতো।বর্তমান সরকার যাতে অতি দ্রুতগতিতে একটি ফায়ার সার্ভিস বসিয়ে বক্সনগরের সমস্থ অফিস এবং সাধারণ মানুষের জীবন সম্পত্তি সুরক্ষা করে তার জন্য বিনম্র আবেদন।

এদিকে, ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল বসতবাড়ি।।ঘটনা মঙ্গলবার বিকেল আনুমানিক ৪ টা নাগাদ বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর ভারত চন্দ্র নগর রতন বাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে বাচ্চা মেয়ে খেলার ছলে খড়ের গাঁদায় আগুন লেগে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা এবং পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বিলোনীয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। উভয়ের সহযোগিতা আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন মেয়ের পিতা রাজেশ মজুমদার, এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মী সকলেরই একই কথা এলাকার সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতায় রক্ষা পেল আজ উনার বসতঘরসহ সম্পত্তি।

চুরি

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে লক্ষ্য করেন তার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন নেই। তাতে রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়েন চিকিৎসাধীন সমীর দেববর্মা। তিনি বিষয়টি অন্যান্য রোগী এবং রোগীর পরিবারের লোকদেরকে জানান। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদেরকেও জানানো হয়।কিন্তু টাকা এবং মোবাইল ফোনের হদিস মেলেনি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজনদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে চোরকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সমীর দেববর্মা এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগীরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে দেখা করার এবং বাণিজ্য ও পর্যটন সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সম্ভাবনা রয়েছে।দলের নেতাদের জন্য এই সফরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আগামী ৪ জানুয়ারি রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের ঠিক আগে আসে যেখানে তিনি এমবিবি বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প চালু করবেন।

প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সফর জানুয়ারিতে শুরু হওয়া রাজ্যে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সফর শুরু করবে যেখানে আগামী ১১ জানুয়ারি বিজেপির জাতীয় সভাপতিও রাজ্য সফর করছেন।

আঁচড়

● প্রথম পাতার পর

লিটার টুইন টার্বো ভি ১২। এর শক্তি ৫০০ হর্সপওয়ার। নিরাপত্তার কথা ভেবে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত হবে ঘণ্টা প্রতি ১৬০ কিলোমিটারে।উল্লেখ্য, এর আগে টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার গাড়িটি ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে মোদীকে। এই গাড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানে ১৬টি ক্যামেরার নজরদারি চালানো যেত। কিন্তু সেই গাড়িও যেন শক্

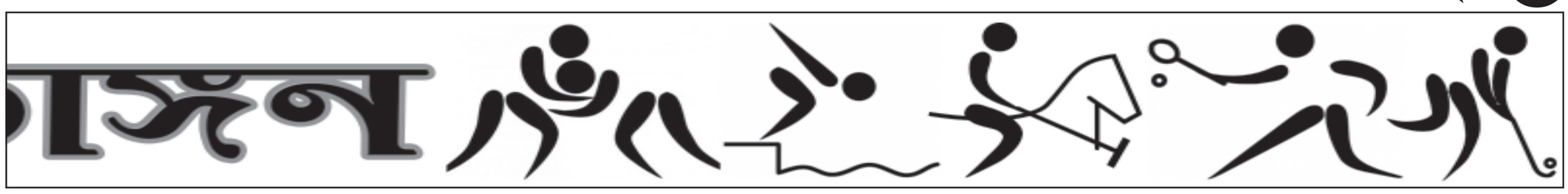

প্রথম টেস্টে চালকের আসনে ভারত ১৪৬ রানের লিড নিলেন কোহলিরা

সেঞ্চুরিয়ন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রথম টেস্টে তৃতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে ভারতীয় দল। তৃতীয় দিনের শেষে ১৪৬ রানের লিড নিলেন বিরাট কোহলিরা। মায়াঙ্ক আগরওয়াল মাত্র ৪ রানে ফিরে গিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান এক উইকেটে ১৬। মর্নিং শোজ দ্য ডে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ভারত আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা ভেসে যাওয়ার পরে তৃতীয় দিনের শুরুতে রাহুল আউট হতেই যখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ভারতের বাকি ব্যাটিং, তখন প্রাচীন প্রবাদ মনে পড়েছিল অনেকের। মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যাট হাতেও কোহলিদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেন প্রোটিয়ারা। কিন্তু যাবতীয় জল্পনা ও প্রবাদকে মিথ্যে প্রমাণিত করে দিনের শেষে চালকের আসনে ভারতীয় দল। তৃতীয় দিনের শেষে ১৪৬ রানের লিড নিলেন বিরাট কোহলিরা। মায়াঙ্ক আগরওয়াল মাত্র ৪ রানে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর উইকেট নিয়েছেন জ্যানসেন। তৃতীয় দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন লোকেশ রাহুল (৫) ও শার্দূল ঠাকুর (৪)। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের রান এক উইকেটে ১৬। তার আগে ডিন এলগারদের চেপে ধরেন শামিরা। মাত্র ৩২ রানে পড়ে যায় ৪ উইকেট। সেই আঘাত আর সেভাবে সামলাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে টেম্বা বাভুমা (৫২) ও কুইন্টন ডি'কক (৩৪) লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা না দাঁড়ালে স্বভূমে আরও বিশ্রী পরিস্থিতিতে পড়তে হত প্রোটিয়াদের। কিন্তু সেই লড়াই সম্মান বাঁচাতে যথেষ্ট হলেও ম্যাচ বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ১৯৭ রানেই মুড়িয়ে গিয়ে ১৩০ রানে পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। খুব বেশি অঘটন না ঘটলে ম্যাচে শেষ হাসি হয়তো হাসতে চলেছে কোহলি বাহিনীই। অবশ্য দিল্লি এখনও বহুদূর!

টেস্টের প্রথম দিন লোকেশ রাহুল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। ১২২ রানে অপরাজিত ছিলেন দিনের শেষে। তাঁর ব্যাট থেকে আরও বড় রান আশা করেছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু এদিন মাত্র এক রান জোড়েন রাহুল। রাবাদা ফেরান তাঁকে। অজিঙ্ক রাহানে ৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন প্রথম দিনের শেষে। এদিন তিনিও মাত্র ৮ রান করেই প্যাভিলিয়নের পথে। বাকিরা শুধু এলেন আর গেলেন। পন্থ, অশ্বিন, শার্দূল, মহম্মদ শামি, সিরাজ কেউই দু' অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। জশপ্রীত বুমরা কেবল ১৪ রান করেন। খুব বেশি রান না করায় শুরু থেকেই ভারতীয় বোলাররা দাপট দেখান। শামির বিষাক্ত ডেলিভারির উত্তর ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের কাছে। দুশো রানও করতে পারেনি প্রোটিয়ারা।

৬৮ রানেই শেষ ইংল্যান্ড, ইনিংসে ম্যাচ জিতে অ্যাশেজ নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দুই টেস্ট বাকি থাকতেই অ্যাশেজ জয় নিশ্চিত করে ফেলল অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় টেস্টে ইনিংস ও ১৪ রানে হেরে গেল ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরেঅ্যাশেজ নিজেদের দখলে রাখল অস্ট্রেলিয়া। অভিষেক টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা স্কট বোল্যান্ড।

প্রথম দুই টেস্টে নাস্তানাবুদ হওয়ার পর আশা ছিল মেলবোর্নে ঘুরে দাঁড়াবে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে সেখানে মাত্র ১৮৫ রানে অল আউট হয়ে গেলেও দ্বিতীয় দিনে বোলারদের দাপটে ম্যাচে ফেরে ইংল্যান্ড। ৮২ রানে পিছিয়ে থাকলেও হাতে ম্যাচে ফেরার প্রচুর সময় ছিল। তবে তারপর যা হল, তা ইংল্যান্ড দল দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি হয়তো। দ্বিতীয় দিনে মোটে ১২ ওভারেই ৩১ রানে চার উইকেটে হারিয়ে ফেললেও কোথাও না কোথাও আশা ছিল ক্রিজে থাকা অধিনায়ক রুট এবং সহ-অধিনায়ক বেন স্টোকস সম্মানজনক রান তুলে দলকে লড়াইয়ে ফেরাবেন। সে গুড়ে বালি। তৃতীয় দিনে প্রথম সেশনে মাত্র ৬৮ রানেই গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস।

দ্বিতীয় ইনিংসে এই ম্যাচেই অভিষেকে স্কট বোল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ছয় উইকেট নেন। মিচেল স্টার্ক তিন ও ক্যামেরন গ্রিন একটি করে উইকেট পান। ইংল্যান্ডের হয়ে রুট (২৮) এবং স্টোকস (১১) ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানেও পৌঁছতে পারেনি। ডেভিড মালান, জ্যাক লিচ, মার্ক উড এবং ওলি রবিনসন, মোট চার ব্যাটার শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন। ঘটনাক্রমে বিগত ৩৫ বছরে ২৬৭-র থেকে কম রান করে আর কোনো দল ইনিংসে টেস্ট ম্যাচ জেতেনি।

অ্যাসেজের ইতিহাসে এটি ইনিংসে ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর (১৮৮৮ সালে ১৭২ রান করে ইংল্যান্ড ম্যাচ জেতে)। বিগত ১১৭ বছরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ৬৮ রান ইংল্যান্ডের সর্বনিম্ন স্কোর। এমন লজ্জার হার, এক চরম হতাশাজনক সিরিজের পর ইসিবির (ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড) পক্ষ থেকে কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েইছে। করোনা আতঙ্কে বাকি সিরিজ খেলা হলে ইংল্যান্ড কী ভাবে খেলে, সেইদিকেও নজর থাকবে সকলের। প্রসঙ্গত, এই ম্যাচ জিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ জয়ের পাশপাশি অ্যাসেজও রিটেন করল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া।

মাঠে ও মাঠের বাইরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড। প্রথম দুটো টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে স্রেফ উড়ে গিয়েছিলেন রুটরা। মেলবোর্নেও অসহায় আত্মসমর্পণ করল দল। মাঠে অজি কাঁটায় বিদ্ধ ইংল্যান্ড, স্বস্তি নেই মাঠের বাইরেই। সোমবারই শোনা যায়, ইংল্যান্ডের দুই সাপোর্ট স্টাফ করোনা আক্রান্ত। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে আসা পরিজনদের মধ্যেও দু'জন মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ বাড়ে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের করোনা পরীক্ষাও হয়। সব মিলিয়ে ডনের দেশে ঘরে-বাইরে নাস্তানাবুদ ইংল্যান্ড। ট্রফি হাতছাড়া হওয়ার পরও নিয়মরক্ষার দুটি টেস্ট খেলতে হবে জো রুটকে।

PNIeT No: 36/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 24-12-2021
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 07/01/2022 for the work. Creation of multi-tiered landscaping with rocks, boulders etc. below the main sign board bearing the name of the High court of Tripura on the southern Periphery of the High court Premises adjacent to Airport Road under capital complex Division, Kunjaban extension, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 31/DNIT/EE/CCD/PWD/2021-22
Estimated Cost: Rs.3,86,879.00, Earnest Money: Rs. 3,869.00 and Time for completion: 30 days

(MANIK DEBNATH)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(R&B),
Kunjaban Extensio, Agartala, Tripura(W)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৩ই জানুয়ারি থেকে ১৪ই জানুয়ারি, ২০২২ইং পৌষ সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষ্যে চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলী এস.বি.স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে এক মেলার আয়োজন করা হবে। উক্ত মেলায় যে সকল দোকানদাররা স্টল দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরে ধার্যকৃত কর জমা দিয়ে তার প্রমাণপত্র সহ (ব্যাঙ্ক স্লিপ/অনলাইন তথ্য) নলছড় আর.ডি. ব্লক অফিসে এসে বি.ডি.ও, নলছড় এর নিকট স্টলের বিবরণসহ আবেদনপত্র জমা দিলে বরাদ্দকৃত স্টলের ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হবে। যেসকল দোকানদাররা প্রথমে আসবে তারা অগ্রাধিকার পাবে এবং সেই অনুসারে ভিট বন্টন হবে। প্রতি দোকানদারের জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ জায়াগার পরিমাণ ১০ হাত / ১০ হাত। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০/০১/২০২২ইং। তার পূর্বে ভিট বন্টন শেষ হয়ে গেলে আর আবেদন করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কেউ টাকা জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হবে।

ধার্যকৃত করঃ- হাত প্রতি ১০০ টাকা।
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্যঃ-
Bank A/c No :- 006112040000024
Bank Name :- TSCB, Nalchar
IFS Coder :- ICIC00TSCBL
যোগাযোগের নম্বরঃ- ৯৩৬৬৯৬৪৫৭৫/৭০০৫৫৮৩৫৯৬/ ৮৯৭৪৩২১৮০৪
email:- bdonalchar@gmail.com

ইতি
নিবেদক
Sd/-Illegible
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
নলছড় আর.ডি.ব্লক
সিপাহীজলা জেলা, ত্রিপুরা

ICA-D-1539/2021-22

অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে করোনার হানা, মাঝপথেই ভেস্তে গেল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অনূর্ধ-১৯ এশিয়া কাপে করোনার হানা। দু''জন অফিসিয়াল করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল যুব এশিয়া কাপের বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা, উভয় দল আগেই সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। তবে বি-গ্রুপের শেষ ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণের জন্য।

মঙ্গলবার ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়েই। টস হেরে বাংলাদেশ শুরুতে ব্যাট করতে নামে। তবে ৩২.৪ ওভার খেলা হওয়ার পর ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। পরে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দুই অফিসিয়ালের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানানো হয়।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অভিষেকেই ইতিহাস, ঘরের মাঠে স্বপ্নের শুরু অস্ট্রেলিয়ান বোলার স্কট বোল্যান্ডের

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : হঠাৎই ঘরের মাঠ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে অ্যাসেজ সিরিজে অভিষেক ঘটানোর সুযোগ পেয়ে যান স্কট বোল্যান্ড। আর অভিষেকেই বাজিমাত করলেন ৩২ বছর বয়সী অজি ফাস্ট বোলার। মাত্র ২৪ বল করে স্বপ্নের পারফরম্যান্সে সাত রানের বিনিময়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটসহ মোট ছয় ব্যাটারকে সাজঘরে ফেরান বোল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলেন অজি বোলার। তৃতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে মূলত তাঁর বোলিং দাপটের জেরেই মাত্র ৬৮ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। বোল্যান্ডের বোলিং পরিসংখ্যান দেখলে তাক লেগে যেতে বাধ্য। মাত্র ২৪ বল করে স্বপ্নের পারফরম্যান্সে সাত রানের বিনিময়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুটসহ মোট ছয় ব্যাটারকে সাজঘরে ফেরান বোল্যান্ড। সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলেন অজি বোলার। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের অভিষেক ম্যাচে সব থেকে কম রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন বোল্যান্ড। ভেঙে দিলেন ১৩৪ বছর পুরানো আরেক অজি, চার্লস টার্নারের রেকর্ড। বোল্যান্ডের ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দেয়, কঠিন পরিশ্রম করলে স্বপ্ন একদিন সত্যি হয়, ভাগ্যকে মাথা নোয়তেই হয়। ঘটনাক্রমে, মেলবোর্নে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮ রানে অল আউট হয়ে ইনিংস এবং ১৪ রানে ইংল্যান্ড ম্যাচ তো হারেই, পাশপাশি অ্যাসেজও খোয়ালেন জো রুটরা। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের যা হাল, পাঁচ ম্যাচের সিরিজে তাদের হোয়াইটওয়াশ না হতে হয়।

আরও এক পুত্রসন্তানের বাবা হলেন ইরফান পাঠান

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বাবা হলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। মঙ্গলবার দ্বিতীয় পুত্রসন্তানের বাবা খবর জানিয়ে টুইট করেন ইরফান। এদিন তিনি জানিয়েছেন তাঁর তাঁর স্ত্রী সাফা বেগ ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ইরফান এবং সাফা আগেও একটি পুত্রস্তান রয়েছে। যার নাম ইমরান। ২০১৬ সালে ইরফান বিয়ে করেন সৌদি আরবের মডেল সাফাকে। সেই বছরই ডিসেম্বরেই প্রথম পুত্রসন্তানের বাবা-মা হয়েছিলেন ইরফান এবং সাফা। আর এ বার আর এক ডিসেম্বরে আরও এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সাফা। একরত্তির নামও ঠিক করে ফেলেছেন ইরফান। তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের নাম তিনি রেখেছেন সুলেমন খান। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বক্সিং ডে টেস্ট জিতে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল অস্ট্রেলিয়া। বক্সিং ডে টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ইনিংস এবং ১৪ রানে পরাজিত করার পর, অস্ট্রেলিয়া তাদের শীর্ষে স্থান ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের অবস্থা আরও খারাপ হল। টেস্টে এই হারের ফলে ইংল্যান্ড দল পয়েন্ট টেবিলের সপ্তম স্থানে নেমে গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের থেকে উপরের স্থানে রয়েছে জো রুটরা। বাকি দলগুলোর কথা বললে, অস্ট্রেলিয়া বাদে শ্রীলঙ্কা এমনই আরেকটি দল, যার পকেটে রয়েছে ১০০ শতাংশ অফ পয়েন্ট রয়েছে।

পাকিস্তান ৭৫ শতাংশ নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। সেখানে ভারত ৫৮.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

পয়েন্টের শতাংশের ভিত্তিতে দলের র‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। জয়ের জন্য ১২ পয়েন্ট, টাই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট, ড্র ম্যাচে চার পয়েন্ট এবং হারের জন্য কোনও পয়েন্ট থাকবে না। জয়ের জন্য ১০০ শতাংশ অফ পয়েন্ট, টাইয়ের জন্য ৫০ শতাংশ অফ পয়েন্ট, ড্রয়ের জন্য ৩৩.৩৩ শতাংশ অফ পয়েন্ট এবং হারলে ০ শতাংশ অফ পয়েন্ট পাবে।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
KHUMULWNG WEST TRIPURA
No F 2(9)/ADC/Estt./07/429 Dated khumulwng the 28, December,2021.
ADVERTISEMENT
Applications in plain paper are hereby invited from bonafide Indian citizens residing in Tripura permanently having requisite educational qualification and experience required for the post of Secretary to the Administrative Reform Committee of TTAADC, on contract basis under Tripura Tribal Areas Autonomous District Council as follows:

Sl.No.	Name of post	No. of vacant posts	Eligibility	Remarks.
1	2	3	4	5
1	Secretary to the Administrative Reform Committee of TTAADC	01(One) No.	A) Essential Qualification:- i) Master Degree from any recognized university. B) Desirable:- (i) Knowledge of Kokborok,English,Bengali & Hindi Language. C) Age limit: - 18-40 yrs. 5 yrs relexable in case of ST Category.	Fixed monthly remuneration @ Rs.35000/- (Rupees thirty five thousand) Only) p.m.

The applications should be addressed to the Chief Executive Officer, TTAADC Khumulwng in plain paper mentioning bio-data along with self attested copies of necessary certificates/ Documents. The applications should be submitted on or before 31 December 2021 within office hour on working days in the office of the Chief Executive Officer, TTAADC, Khumulwng. NB. Call letter will be issued later on. The detailed terms & condition may be website ttaadc.gov.in

Executive Officer (Admn.)
TTAADC, Khumulwng.

TTAADC/ICA&T/C-54/2021

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

করোনা-আক্রান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্ত্রী ও মেয়ের রিপোর্ট নেগেটিভ

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিভৃতবাসে রয়েছেন সৌরভ। সৌরভ করোনা-সংক্রমিত হলেও তাঁর স্ত্রী ডোনা এবং কন্যা সানার করোনা-পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মঙ্গলবার সকালেই সৌরভের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা যায়। তবে সোমবার রাতেই অসুস্থতার কারণে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শেষপর্যন্ত তাঁর চিকিৎসা হাসপাতালে হবে না-কি বাড়িতে এনে তাঁকে নিভৃতবাসে রাখা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে সৌরভ চাইছেন, বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা হোক। সোমবার সকালে অসুস্থ বোধ করায় সৌরভের টেলিভিশন শোয়ের শ্যুটিং বাতিল করা হয়। তার আগে অবশ্য তিনি কয়েকটি পণ্যের বিজ্ঞাপনী শ্যুটিং করেছেন। শ্যুটিং করেছেন তাঁর টেলিভিশন শোয়েরও। কী ভাবে এবং কোথা থেকে তিনি করোনায় আক্রান্ত হলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। করোনায় আক্রান্ত হলেও সৌরভ স্থিতিশীল রয়েছেন বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর।

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NieT No : 26/EE/PWD/KHW/2021-22, Date- 23-12- 2021

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
i	DNIeT No. 46/SE-II//PWD(R&B) / 2021-22	₹ 34,28,993.00	₹ 34,290.00	12 (Twelve) months

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 24-12--2021 to 13-01-2022 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.

ICA-C-3144/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/54/2021-22 dated 24/12/2021
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites on behalf of the 'Governor of. Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on **14/01/2022.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/122/2021-22	₹ 1,484,540.00	₹ 14,845.00	120 (One two zero) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/123/2021-22	₹ 1,272,277.00	₹ 12,723.00	120 (One two zero) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/124/2021-22	₹ 584,496.00	₹ 5,845.00	120 (One two zero) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **14/01/2022** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 FM on **14/01/2022,** if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note:
*** NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER***

For and on behalf of the Governor of Tripura

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-3150/2021-22

এসসি ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান দাস। ছবি নিজস্ব।

ছাত্র সমাজকে সমাজের অসহায়, দুস্থ ও বঞ্চিতদের কল্যাণে কাজ করতে হবে ঃ তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সততা ও নিষ্ঠার সাথে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্র সমাজকে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তপশিলীজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। আজ মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলে তপশিলী জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শিক্ষিত হওয়া এবং নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই শেষ কথা নয়। আমরা সমাজের কাছে চিরঋণী ও দায়বদ্ধ।

আমাদের দায়িত্ব সমাজকে কিছু দেওয়া। যাদের সান্নিধ্যে বড় হয়েছি তাদের ভুলে গেলে এর থেকে বড় স্বার্থপরতা আর কিছু হতে পারে না। তাই ছাত্র সমাজকে সমাজের অসহায়, দুস্থ বঞ্চিতদের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তবেই লব্ধ শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছাবে।

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রাজ্য ও বহিরাজ্যের বিএড, বিএসসি নার্সিং, বি টেক, জি এন এম প্রভৃতি কোর্সে পাঠরত মোট ২৪৭ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রথম কিস্তিতে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুরী দেওয়া হয়।

এতে দপ্তরের মোট ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পরবর্তী সময় আরও ৫০ হাজার টাকা করে দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হবে। এবছর আরও ২৭০ জনকে এ প্রকল্পে সহায়তা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রদীপ জ্বেলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, ছাত্রছাত্রীরা সমাজ, রাজ্য ও দেশের ভবিষ্যত। তারা সুনাগরিক হলেই দেশ লাভবান হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যাতে একটা স্বীকৃতি লাভ করতে পারে সে লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পরও অনেক ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা।

তাদের উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট প্রকল্প চালু করেছেন। তার বাইরেও প্রি মেট্রিক, পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ ও উচ্চশিক্ষার জন্য লোনের সংস্থান রয়েছে। তিনি বলেন, এসসি, এসটি এবং ওবিসি এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বড় অংশ রয়েছেন যাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অনুন্নত বলে চিহ্নিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই তিন সম্প্রদায়ের উন্নয়নে আন্তরিক রয়েছেন। সবদিক বিচার বিশ্লেষণ করে রাজ্য সরকার এই তিন সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, কল্পগুলি তাদের ভবিষ্যত গঠনে সহায়ক ভূমিকা নেবে। আগামী দিনে আরও কি পরিকল্পনা নেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা চলছে।

এই প্রয়াসগুলি সমাজকে নতুন দিশা দেখাবে। সমাজকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, এসসি, এসটিদের জন্য অনেক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস রয়েছে। কিন্তু বিগত সরকার এই আবাসগুলির পানীয় জল, শৌচালয়, আসবাবপত্র, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন ছিল।

পূর্বতন সরকার এসসি, এসটি এবং ওবিসি"র উন্নয়নে সচেষ্ট ছিল না। বর্তমান সরকার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্টাইপেন্ডের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে। ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলির সার্বিক উন্নয়নে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, সংকীর্ণ মানসিকতার উর্দে উঠে এই সরকার কাজ করছে সভাপতির ভাষণে তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী বলেন, দুর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করতে অর্থের অভাব যাতে না হয় সেলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী 'ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট প্রকল্প চালু করেছেন। এ প্রকল্পের সুযোগ সততা ও নিষ্ঠার সাথে ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করতে হবে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীদাস পিবিএসসি নার্সিং ছাত্রী রিংকু কর সহ ১০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে ৫০ হাজার টাকা করে মঞ্জুরীপত্র তুলে দেন।

এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় হয়। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তা দিলেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পতাকা বিপত্তি কাটিয়ে দলের ১৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় নেতা-কর্মীদের কংগ্রেসের প্রতি একাগ্রতা-সহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার বার্তা দিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সেই সঙ্গে দেশের গণতন্ত্রকে নষ্ট করা হচ্ছে বলে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন সোনিয়া।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির কংগ্রেসের হেডকোয়ার্টারে দলের ১৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি নেতা-কর্মীদের কংগ্রেসের প্রতি একাগ্রতা-সহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার বার্তা দিয়ে বলেন, "কিছু বিশেষ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায় তৈরি আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোন, আদর্শ ও ভাবমূর্তি। তাই আজকের দিনে আমরা ফের দলের প্রতি নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের শপথ নিই।" বলেন সোনিয়া। এরপরই কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোগ দাগেন তিনি। বলে দেন, দুঃসাহসিক ভাবে গণতন্ত্রকে নষ্ট করা হচ্ছে। ইতিহাসে তুলে আনা হচ্ছে অযোগ্য কিছু ব্যক্তির নাম। দেশজুড়ে হিংসা, কুসংস্কার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং সমাজের উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে দাবি করে করেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী। সঙ্গে এও স্পষ্ট করে দেন, এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই লড়াই জারি রাখবে তাঁদের দল।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দলের ১৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী দলীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য টান দিতেই তা খুলে তার হাতে এসে পড়ে।

মহারাজ বীর বিক্রম কলেজকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। মহারাজ বীর বিক্রম কলেজকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রী সপার্ষদ মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে মহারাজ বীর বিক্রম কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষক কর্মচারী,ছাত্র-ছাত্রীদের কি ধরনের সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয়।এসব সমস্যা সমাধানে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশ্বস্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, এমবি বি কলেজের ১৭৮ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ জন্য একটি এলামনি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এম বি বি কলেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই কলেজটির নাম সারা দেশেই রয়েছে।কলেজের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবগত করতে হবে। তিনি বলেন,এমবিবি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। কলেজকে আরো দৃষ্টিনন্দন ও উন্নত করে তোলার জন্য বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি জানান। এমবিবি কলেজে যে বাগান রয়েছে তা খুবই সুন্দর বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পর্যটকরা আকৃষ্ট হন।ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের এ বিষয়ে আরো যত্নবান হওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৬৫৩ সুস্থ হয়েছেন ১৮৬ জন : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মাত্র কয়েকদিন হল, এরইমধ্যে ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬৫৩-তে পৌঁছেছে, মোট ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে দিল্লি ও মহারাষ্ট্রই।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক মঙ্গলবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ১৬৫ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ১৬৭, কেরলে ৫৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৫৫ জন, গুজরাটে ৪৯ জন, রাজস্থানে ৪৬ জন, তামিলনাড়ুতে ৩৪ জন, কর্ণাটকে ৩১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, ওড়িশায় ৮ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৬ জন, হরিয়ানায় ৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জন, গোয়ায় একজন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৬৫৩ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৮৬ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৬১ জন, দিল্লিতে ২৩ জন, গুজরাটে ১০ জন, কেরলে একজন, রাজস্থানে ৩০ জন, তেলেঙ্গানায় ১০ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, পশ্চিমবঙ্গে একজন, হরিয়ানায় দু"জন, চন্ডীগড়ে দু"জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জনই সুস্থ, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন সুস্থ হয়েছেন।

ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র নীচে নেমে এসেছে। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৩৫৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬,৪৫০ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.৪০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭,৫৪,৫৬-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩৮৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৩৫৮ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৪৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪২,৪৬,৮১,৭৩৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬৫৩-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮০,২৯০ জন (১.৩৮ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই রোজ স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৪৫০ জন।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পৌনে দুই কোটি টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে আমবাসা জগন্নাথপুরের ম্যাগজিন পাড়ায় দুটি কন্টেইনার গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।তারা হলো অখিল খান ও রশিদ। তাদের বিরুদ্ধে আমবাসা থানায় এনডিপিএএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায়,আমবাসা থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল দুটি কনটেইনারে করে গাজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক ইউনিটের পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়।জগন্নাথপুরের ম্যাগজিন পাড়ায় পৌঁছলে পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ গাড়ির গতিরোধ করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।দুটি গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।জানা গেছে বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে গাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উল্লেখ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে যখন নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ঠিক সেই সময়ে একাংশের নেশা কারবারিরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে।

ত্রিপুরায় নেশার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের যুদ্ধ ঘোষণায় আবারও সাফল্য মিলেছে। পৃথক স্থানে অভিযানে প্রায় ৭৬ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি, নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত দুই ব্যক্তিকে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ বাহিনী আটক করেছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার গভীর রাতে কলমচৌড়া বিওপি এবং বিএসএফ-এর ১৫০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও কাস্টমস ডিভিশন প্রিভেন্টিভ ফোর্স আগরতলার যৌথ অভিযানে নেমে কলমচৌড়া এলাকায় ৯-টি ড্রামে ৩২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য ৪৮,৩০,০০০ টাকা।

এদিকে, গত রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ আগরতলা থেকে সোনামুড়া যাওয়ার পথে টিআর ০৭ সি ০৫০৮ নম্বরের ইকো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ও ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়ন জওয়ানদের যৌথ বাহিনী ৪,৮৬০টি ইয়াবা ট্যাবলেট, সাথে ৪-টি মোবাইল ও ভারতীয় মুদ্রায় নগদ ২৫,৫০০ টাকা উদ্ধার করেছে। ওই অভিযানে ধনপুরের বাসিন্দা অভিজিৎ ঘোষ (৩৬) এবং প্রসেঞ্জিৎ পাল (৩১)-কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী পুলিশের কাছে সমঝে দিয়েছে বিএসএফ।

লুকিয়েও রক্ষা হল না, জার্মানিতে ধৃত জঙ্গি জসবিন্দর সিং মুলতানি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): লুকিয়েও শেষরক্ষা হল না, আত্মগোপনকারী খালিস্তানি জঙ্গি জসবিন্দর সিং মুলতানিকে জার্মানি থেকে গ্রেফতার করল সে দেশের পুলিশ। সে লুধিয়ানা আদালতে বিস্ফোরণ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস-এর সঙ্গে সে যুক্ত। চলতি মাসের ২৩ তারিখ লুধিয়ানা জেলা আদালত চত্বরে বিস্ফোরণের ফলে এক জন ঘটনাস্থলে মারা যান। পাঁচ জন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার পিছনে খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠন যুক্ত বলে অভিযোগ ওঠে।

পঞ্জাব পুলিশের বরখাস্ত হওয়া এক কনস্টেবল গগনদীপ সিং এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে। বিস্ফোরণে গগনদীপ নিহত হন। তদন্তে উঠে আসে জার্মানিতে আত্মগোপনকারী জঙ্গি জসবিন্দর সিং মুলতানির নাম। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মুলতানি একই সঙ্গে দিল্লি এবং মুম্বইয়ে বিস্ফোরণের ছক কষেছিল।

উত্তর প্রদেশের প্রগতির লক্ষ্যে দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার : প্রধানমন্ত্রী

কানপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রগতির স্বার্থে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার কানপুর মেট্রোরেল প্রকল্পের বাকি অংশের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে বর্তমানে যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, সেই সরকার অতীতের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। আমরা দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছি।' উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশে আগে যাঁদের সরকার চলছিল, তাঁরা কখনই সময়কে গুরুত্ব দেননি। একবিংশ শতাব্দীতে উত্তর প্রদেশকে যে গতিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেই অমূল্য সময়, গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নষ্ট করেছে বিগত সরকারগুলি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এখন ভারতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উত্তর প্রদেশে নির্মিত হচ্ছে। দেশের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে উত্তর প্রদেশে নির্মিত হচ্ছে, প্রথম আঞ্চলিক দ্রুত ট্রানজিট সিস্টেমটি উত্তর প্রদেশে তৈরি করা হচ্ছে এবং উত্তর প্রদেশ ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোরের হাব হতে চলেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা নিশ্চিত করেছে আমাদের সরকার। কানপুর মেট্রো প্রকল্প আমাদের সরকারের অধীনেই শুরু হয়েছে এবং আমরাই উদ্বোধন করেছি। পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে এবং দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়ে আমরাই শুরু করেছিলাম এবং আমরাই উদ্বোধন করেছি।'

ডাক্তারদের ধর্না-প্রতিবাদে উত্তাল দিল্লি, সমস্যায় রোগী ও তাঁদের পরিজনরা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): নিট পরীক্ষার কাউন্সেলিংয়ে কেন বিলম্ব, প্রতিবাদরত চিকিৎসকদের কেন হামলা করেছে পুলিশ-এমনই একাধিক দাবি ও প্রশ্নের উত্তর চেয়ে দিল্লিতে ধর্না-প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছেন চিকিৎসকরা। হাজার হাজার রেসিডেন্সিয়াল চিকিৎসক প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সোমবার মধ্যরাতে সরোজিনী থানা ঘেরাও করেন হাজার হাজার চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের এই প্রতিবাদের জেরে সমস্যা পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ওপিডি পরিষেবাও প্রথমে বয়কট করেছিলেন চিকিৎসকরা, পরে ওপিডি পরিষেবা পুনরায় শুরু করা হয়।

চিকিৎসকদের উপর হামলা-সহ একাধিক ঘটনার প্রতিবাদে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়শন (এফএআইএমএ) এবং চিকিৎসকদের অন্যান্য সংগঠন বুধবার থেকে দেশ জুড়ে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এইমস-এর রেসিডেন্সিয়াল চিকিৎসকদের সংগঠনও সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। চিকিৎসকদের অভিযোগ, প্রতিবাদ মিছিলের সময় তাঁদের উপর অন্যায় ভাবে হামলা চালিয়েছে পুলিশ। মহিলা চিকিৎসকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রতিবাদ কর্মসূচির ফলে মঙ্গলবার সকালে সফদরজং হাসপাতালে সন্তানের চিকিৎসা করাতে আসা একজন মা অসহায় হয়ে পড়েন। তিনি জানান, 'আমি আমার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারছি না। আমাকে অন্য কোনও হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছে।'

২.১৩-লক্ষের বেশি কোভিড-সংক্রমণ সুস্থতার সংখ্যাও কম নয় আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় আমেরিকায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রোজই রেকর্ড গড়ছে আমেরিকা, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ১৩ হাজার ০৫০ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নতুন করে ২,১৩,০৫০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৩,৭৩৭,৬৮৯ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬৫৪ জনের। নতুন করে ৬৫৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪২৯ জনের। আমেরিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বেশি, কোভিড থেকে সেরে ওঠার সংখ্যাটাও বাড়ছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,১৯৭,৭৩৩ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১১,৭০০, ৫২৭-এ পৌঁছেছে।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।